জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

কীভাবে মৃত্যু?

বাংলার কীর্ণাহারের জওয়ান বিশ্বজিৎ অধিকারীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে কাশ্মীরে। দেহ ফিরছে। কিন্তু কীভাবে মৃত্যু জানায়নি কেন্দ্রীয় সরকার

শৈত্যপ্রবাহ

বাংলা জুড়ে শৈত্যপ্রবাহ চলছে। রবিবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার তাপমাত্রা দার্জিলিঙের সঙ্গে পাল্লা দিল। মঙ্গল, বুধ দক্ষিণের জেলায় মেঘলা আকাশ, বৃষ্টির সম্ভাবনা

১৫ মার্চের মধ্যে ভারতকে সেনা সরাতে বলল মালদ্বীপ

মেদিনীপুর, বীরভূমে তিন সমবায় ভোটে রাম-বামদের হারাল তৃণমূল

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৪৪ ● ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ২৯ পৌষ ১৪৩০ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 244 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 15 JANUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

মাদক ব্যবসায়ী জেনেও দলে নিয়েছিল বিজেপি ■ বিস্ফোরক ধৃত নিমাই

গাঁজা ব্যবসা পারিবারিক

সব নেতাই জানত

প্রতিবেদন : বাড়ি থেকে গাঁজার পাহাড় উদ্ধারের পর ধৃত কিষান মোর্চার নেতার কথাতেই বিজেপির আসল চরিত্র সামনে চলে এসেছে। ধৃত বিজেপি নেতা সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিয়েছে, সে যে মাদক ব্যবসায়ী জানত সব বিজেপি নেতাই। গাঁজা তার পারিবারিক ব্যবসা, তা জেনেই বিজেপির কিষান মোর্চার জেলা সভাপতি করা হয়েছে। এরপর কী বলবে গদ্দার অধিকারী। তবে কি গাঁজার ব্যবসার অংশীদার বিজেপির নেতারাও, গাঁজা ব্যবসা থেকে বিজেপির শীর্ষনেতারাও কি আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন?

রবিবার হাওড়া আদালতে পেশ করার আগেই বিজেপির হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে গাঁজা-কাণ্ডে ধৃত নেতা। তারপর আর বিজেপি নেতাদের মুখে নীতি-নৈতিকতার কথা মানায় না। উল্টে প্রশ্ন ওঠে, কীসের ভিত্তিতে ওই গাঁজা ব্যবসায়ীকে কৃষক নেতা বানাল বিজেপি? তার স্ত্রী রূপা রায়কেই বা পঞ্চায়েত ভোটে সদস্যপদে মনোনয়ন দিল কীসের ভিত্তিতে? (এরপর ১১ পাতায়)

■ কী বলবে গদ্দার, কিংবা দিলীপ-সুকান্ত? ছবি যে বড্ড সত্যি কথা বলে...

তৃণমূলের অভিযোগ

■ কীসের ভিত্তিতে এক গাঁজা ব্যবসায়ীকে কৃষক নেতা করল বিজেপি? প্রশ্ন তৃণমূলের।

■ গাঁজা ব্যবসায়ীর স্ত্রীকে পঞ্চায়েত ভোটে সদস্যপদে মনোনয়ন বিজেপির!

■ বিজেপি নেত্রী পামেলা গোস্বামী ধরা পড়ে বলেছিলেন, বিজয়বর্গীয় ঘনিষ্ঠ রাকেশ সিং তাঁকে ফাঁসিয়েছে।

■ ধৃত বিজেপি নেতা নিমাই রায়ও বলছে বিজেপি নেতারাই তাকে ফাঁসিয়েছে।

■ গাঁজা-কাণ্ডে ধৃত পাঞ্জাবের পরশুরাম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করেন।

■ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাড়ির অঞ্চল ভ্যাটাগোড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গাঁজার চাষেও বিজেপি-যোগ।

■ গদ্দারের সঙ্গে গাঁজা ব্যবসায়ী নিমাই রায়ের ছবি। নির্বিঘ্নে ব্যবসা চালানোর পথ বাতলাচ্ছিল?

■ ছবি দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার, স্বপন দাশগুপ্তদের সঙ্গেও। কী করছিলেন? বখরা বুঝছিলেন?

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সাগর তীর্থ

মকর সংক্রান্তির আয়না
পিঠে পুলি ছাড়া হয় না।
পিঠে পুলি পায়েস
সাথে জয়নগরের মোয়া, দরবেশ।
সাগর স্নান আর মকর প্রণাম
কপিলাশ্রমের তীর্থ সম্মান।
সাগরের মাঝে বালুর চর
যদি হতো আমার একটা ঘর!
সাগরের মোহানা আর
মাতলার জল।
পৌষ পার্বণে হয় পিঠে
পায়েসের টলমল।
সুন্দরবনের সূর্যোদয়
আকাশ সাগর সব স্বপ্নময়।
নদী সাগর আর মোহানা
যেন সাগরের তিন কন্যা।
সজনেখালি আর পাখিরালয়
মেঘ-রৌদ্রে হাসি চমকায়।
বকখালি আর ঝড়খালি
যেন সদ্য পুষ্পের ডালি।
ছোট্ট নৌকো আর এক মুঠো ভাত
একেবারে করে স্বর্গ মাত।
মরিচঝাঁপির কান্না
দুঃখের রেশ থামায় না।
আর, এসেছিল আয়লা
ম্যানগ্রোভ হল ঝালাপালা।
সুন্দরবনকে দুঃখ দিও না
ও যে সব তীর্থের মোহানা।
নামটি তার বড়ো মিষ্টি
সে নিজেই নিজের অপরূপ সৃষ্টি।।

■ মকরস্নানের আগে সাংবাদিক বৈঠক। রয়েছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সুজিত বসু, পুলক রায়, পার্থ ভৌমিক, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বঙ্কিম হাজরা, সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি, জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা প্রমুখ।

শুরু মকরস্নান, সামলাচ্ছেন ৮ মন্ত্রী

প্রতিবেদন : মিলনতীর্থ গঙ্গাসাগর বর্ণময় রূপে ফুটে উঠেছে মকরসংক্রান্তির আগেই। রাত পোহালেই শুরু হবে পুণ্যস্নান। প্রকৃত অর্থেই মিলনমেলার রূপ নেওয়া সাগরে উদ্বোধনের পর থেকে পুণ্যার্থীদের ঢল নেমেছে। শনিবারই ৪৫ লক্ষ মানুষ গঙ্গাসাগরে স্নান সেরেছেন। এদিন সেই সংখ্যাটা ৬৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গেল।

রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে অরূপ বিশ্বাস জানান, পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার দিকে সদা নজর রয়েছে প্রশাসনের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাঁরা দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করছেন। সাগরে উপস্থিত হয়ে রাজ্যের আটজন মন্ত্রী সব দিক সামলাচ্ছেন দায়িত্বের সঙ্গে। অরূপ বিশ্বাস ছাড়াও রয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, পুলক রায়, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, পার্থ ভৌমিক, সুজিত বসু, বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। এছাড়া সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা প্রমুখ।

৬৫ লক্ষ পুণ্যার্থী

পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য রাজ্য সরকার গঙ্গাসাগর মেলাকে আধুনিক রূপ দিয়েছে। ডিজিটাল মাধ্যম নির্ভর পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। নজরদারিতে ১১৫০টি সিসিটিভি, ২২টি ড্রোন, ১০টি স্যাটেলাইট ফোন ও ১৪০টি ম্যানপ্যাক। অন্যদিকে পুণ্যার্থীদের যাতে গঙ্গাসাগর মেলাতে আসতে কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্য বাবুঘাট থেকে সাগর পর্যন্ত ১৭টি বাফার জোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। (এরপর ৬ পাতায়)

এজেন্সি ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে যাদবপুরে মিছিলে গর্জন

প্রতিবেদন : ইডি-সিবিআইকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে বিজেপি। তৃণমূলের কাছে গোহারা হেরে বাংলার উপর রাগ প্রতিফলিত করছে তারা। তারই ফলে এত বঞ্চনা, কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই অপব্যবহার। রবিবার যাদবপুর থেকে গড়িয়া পর্যন্ত মিছিল করে পথসভা থেকে বিজেপিকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ও এজেন্সির অপব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি বলেন, হেরে গিয়ে বাংলার উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে বিজেপি। সে-কারণে প্রাপ্য টাকা বন্ধ করে দিচ্ছে। ইডি-সিবিআইকে দিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে এদিনের এই জনজোয়ার। (এরপর ৬ পাতায়)

■ গদ্দারের জবাবি পদযাত্রায় কুণাল ঘোষ, দেবব্রত মজুমদার, বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত, অরূপ চক্রবর্তী-সহ নেতৃত্ব। যাদবপুর।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
15 January, 2024 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩৮ চুনী গোস্বামী (১৯৩৮-২০২০) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম সুবিমল গোস্বামী। মাত্র ন'বছর বয়সে যোগ দেন মোহনবাগান জুনিয়র টিমে। আজীবন মোহনবাগানেই থেকে গিয়েছেন। শোনা যায়, জে সি গুহ ইস্টবেঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার জন্য ষাটের দশকে বাজারে ঝড় তোলা ফিয়াট গাড়ি দিতে চেয়েছিলেন। তাতেও 'সবুজ-মেরুন ঘর' থেকে ভাঙানো যায়নি চুনীকে। শোনা যায়, প্রথম মোহনবাগান জার্সি গায়ে ওঠে ভাগ্যের জোরে। অন্য দু'জন অনুপস্থিত থাকায় তিনি জার্সি পান। চুনী খেলতে শুরু করলেন ইনসাইড-লেফ্ট হিসেবে এবং শুরু হল এক অবিশ্বাস্য যাত্রা। ভারতীয় খেলাধুলোর ইতিহাসে এমন 'অলরাউন্ডার' সম্ভবত আর পাওয়া যাবে না। দেশের ইতিহাসে সম্ভবত সেরা ফরোয়ার্ড, সীমিত দক্ষতা নিয়েও ঘরোয়া ক্রিকেটে সফল এক ক্রিকেটার। নমুনা? ১৯৬২-তে তিনি তখন হায়দরাবাদে। একই সঙ্গে আইএফএ এবং সিএবি থেকে টেলিগ্রাম পেলেন। দু'টি রাজ্য দলেই তিনি সুযোগ পেয়েছেন। যোগ দিতে হবে। শুনলে অনেকে অবাক হয়ে যেতে পারেন, তিনি কিন্তু ক্রিকেট দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। মোহনবাগান টানা তিনবার ডুরান্ড কাপ জেতে তাঁর নেতৃত্বে। একবার সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন মোহনবাগান বনাম পাঞ্জাব পুলিশের ডুরান্ড ফাইনালে

বিশেষ অতিথি হয়ে এসে দেখলেন চুনী ওয়ার্ম-আপ করছেন। রাষ্ট্রপতি বলে উঠলেন, ''ওহ, আবার চুনী! ফাইনাল খেলাটা তো দেখছি তুমি অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছ।'' পনেরো বছর মোহনবাগানের হয়ে খেলেছেন। ছ'টি ডুরান্ড এবং দশবার কলকাতা লিগ জয়ী দলের সদস্য তিনি। ১৯৫৬ অলিম্পিক্সে উপেক্ষিত হলেও দ্রুতই টোকিও এশিয়ান গেমসে দলে জায়গা করে নেন। তার পরে আর কেউ তাঁর ফুটবল দক্ষতা অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস দেখায়নি। জাকার্তায় ১৯৬২ এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ফুটবল দল সোনা জেতে তাঁরই নেতৃত্বে। সম্ভবত চুনীর ফুটবলজীবনে সেরা প্রাপ্তি। ১৯৬৪ এশিয়ান কাপ এবং মারডেকা টুর্নামেন্টে রানার্স দলের নেতৃত্বেও ছিলেন তিনি। তাঁর দুর্ধর্ষ গতি এবং ড্রিবলিংয়ের সামনে নতজানু হতে দেখা গিয়েছে অনেক বাঘা বাঘা ডিফেন্ডারকে। সঙ্গে দুরন্ত ট্র্যাপিং, সুচতুর পাসিং। কেউ কেউ মনে করেন, সেই সময়ে চুনীর ড্রিবলিং ছিল ব্রাজিলীয় কিংবদন্তিদের সঙ্গে তুলনীয়।

২০০৯ তপন সিংহ (১৯২৪-২০০৯) এদিন প্রয়াত হন। তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি 'অঙ্কুশ' মুক্তি পায় ১৯৫৪-তে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প অবলম্বনে নির্মিত ছবিটি বক্স অফিসে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। পরের দুই ছবি 'উপহার' এবং 'টনসিল'ও দর্শকদের মন জয় করতে সফল হয়নি। এরপর তিনি পরিচালনা করেন 'কাবুলিওয়ালা'। ১৯৫৭ সালে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে দেখানো শুরু হলে তপন সিংহের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে বেশ কয়েকটি ছবি করেছিলেন– 'কাবুলিওয়ালা', 'অতিথি', 'ক্ষুধিত পাষাণ'। বাংলা ও হিন্দি ভাষায় তাঁর 'লৌহ কপাট', 'ক্ষণিকের অতিথি', 'ঝিন্দের বন্দি', হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'হাটেবাজারে', 'সাগিনা মাহাতো', 'সবুজ

দ্বীপের রাজা', 'গল্প হলেও সত্যি', 'বাঞ্ছারামের বাগান', 'হুইলচেয়ার', 'নির্জন সৈকত', 'জতুগৃহ', 'আরোহী', 'সফেদ হাথি', 'জিন্দগি জিন্দগি', 'এক ডক্টর কি মৌত'-এর মতো ছবিগুলি ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের সম্পদ। দেশ-বিদেশের নানা সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন তপন সিংহ। শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য তিনি অনেকবার জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন। ২০০৬ সালে তাঁকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২০০১ উইকিপিডিয়া এদিন যাত্রা শুরু করে। নামকরণ হয়েছে উইকি ও এনসাইক্লোপিডিয়া এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে। এনসাইক্লোপিডিয়া মানে বিশ্বকোষ। আর উইকি মানে, যে ওয়েবসাইট বা ডেটাবেস সম্মিলিতভাবে অনেক মানুষ বা ব্যবহারকারীর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে, এবং যেখানকার কনটেন্ট যে কোনও ব্যবহারকারীই এডিট করার ক্ষমতা রাখে, কিংবা নিজেরাই নতুন কোনও কনটেন্ট যুক্ত করতে পারে। এই মুহূর্তে উইকিপিডিয়া ইন্টারনেট দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ও জনপ্রিয় রেফারেন্স সাইট।

১৮৭৫ কলকাতায় এদিন স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রকাশ শুরু। ইন্ডিয়ান স্টেটসম্যান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রবার্ট নাইট, যিনি তার আগে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৮৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি দ্য স্টেটসম্যান এবং দ্য ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়াকে সংযুক্ত করে দ্য স্টেটসম্যান নামেই প্রকাশ করা শুরু করেন। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত দ্য স্টেটসম্যান-এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল দ্য ইংলিশম্যান পত্রিকা। ১৯৬০ সালের আগে পর্যন্ত স্টেটসম্যান একটি ব্রিটিশ কর্পোরেট সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হত।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ অমিতাভ বচ্চন সঙ্গে অক্ষয় কুমার

■ রাজ, শুভশ্রী ও শ্রাবন্তী

■ রাজপাল সঙ্গে শচীন তেন্ডুলকর

পার্টির কর্মসূচি

বালির ৭ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রবিবার স্বাস্থ্যশিবির অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা(সদর) যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাস মিশ্র, বালি কেন্দ্র যুব তৃণমূলের সভাপতি সুরজিৎ চক্রবর্তী, তৃণমূল নেতা তফজিল আহমেদ, বলরাম ভট্টাচার্য সহ দলের আরও অনেকে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৯০৪

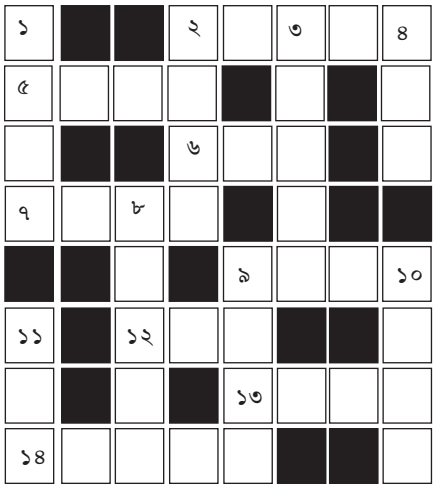

পাশাপাশি : ২. যোগসাধন, সংযুক্ত করা ৫. অনুবাদ ৬. পারিবারিক নাম, উপাধি ৭. উন্নতিশীল ৯. অতিথি, মেহমান ১২. ঘরের মেঝে ১৩. পায়ের নিম্নদেশ, গোড়ালি ১৪. বিজয়নিশান।

উপর-নিচ : ১. অভিপ্রায় ২. সমাপ্তি, শেষ ৩. বাংলার প্লাস-মাইনাস ৪. পুত্র, ছেলে ৮. উন্মাদ ৯. দক্ষিণ আমেরিকার উটজাতীয় প্রাণী ১০. স্বীকৃতিপত্র ১১. পদ্ম, শঙ্খ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৯০৩ : পাশাপাশি : ১. হড়পা ৩. জপতপ ৫. রাক্ষসবিবাহ ৭. লাগাও ৮. তরাই ১০. তবলা বাদক ১২. সমাচার ১৩. ণফলা। **উপরনিচ :** ১. হরবোলা, ২. পাহারাওয়ালা ৩. জলুস ৪. পরাহ ৬. বিদিতকরণ ৯. ইটখোলা ১০. তরাস ১১. বাজার।

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ব্যবসায়ীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ। অভিযোগ পেয়ে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বারাকপুর সদর বাজার এলাকার ঘটনা

আমারশহর

15 January, 2024 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

মাধ্যমিকের ডিউটিতে 'না' বললেই শাস্তি, কড়া পর্ষদ

প্রতিবেদন : মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষকদের নজরদারি নিয়ে এবার কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। যে স্কুল মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়নি সেখান থেকে শিক্ষকদের পাশের পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে গার্ড দিতে হবে। বাধ্যতামূলকভাবেই তাঁদের নজরদারির দায়িত্ব পালন করতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন রামানুজবাবু

জানান, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সমস্ত স্কুলে পরীক্ষাকেন্দ্র হয়েছে সেখানে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই গার্ড দেওয়ার জন্য। সেক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী স্কুল থেকে শিক্ষকদের এসে গার্ড দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু বহু শিক্ষক ফাঁকি মারার জন্য এই দায়িত্ব পালন করেন না। কিন্তু এবার তাঁরা কোনওভাবেই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবেন না। স্কুলগুলোকেও বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নজরদারির দায়িত্বে পাঠাতে হবে। অন্যথায় শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেবে পর্ষদ। এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে। চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ২২ জানুয়ারি সকাল ১১টা থেকে স্কুলগুলিকে অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া শুরু করবে পর্ষদ। ২৪ জানুয়ারি থেকে পরীক্ষার্থীরা অ্যাডমিট কার্ড স্কুল থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। অ্যাডমিট কার্ডে কোনও ভুল থাকলে ২৯ জানুয়ারির মধ্যে সংশোধন করা যাবে।

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতি ঠেকাতে আরও কড়া প্রশাসন

নজরদারিতে এবার অ্যান্টি ফ্রড অফিসার নিয়োগ

প্রতিবেদন : স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতি ঠেকাতে রাজ্য সরকার ওই প্রকল্পে নজরদারির জন্যে দক্ষ পেশাদার নিয়োগ করতে চলেছে। দুর্নীতি বন্ধে অ্যান্টি ফ্রড অফিসার নিয়োগ করা হবে। যাঁদের মূল কাজ হবে, প্রকল্পে কী ধরনের অনিয়ম হচ্ছে, তা খুঁজে বের করা এবং তা বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ করা। দুর্নীতির সন্ধান পেতে তাঁরা বিভিন্ন হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমে যাবেন।

অনিয়মের অভিযোগের তদন্তও করবেন। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য আলাদা প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ইউনিটও তৈরি করা হবে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। সেই ইউনিট পরিচালনা করার জন্য বেসরকারি এজেন্সিকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। তারা এই প্রকল্পে অনিয়ম রুখতে স্বাস্থ্যসাথী সমিতিকে সহযোগিতা করবে। স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে যাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসা করাচ্ছেন, অনেক সময়ে তাঁদের বিলের পরিমাণ অনেকটাই বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে। এর পিছনে টিপিএ সংস্থার কর্মীদের একাংশ জড়িত। সে কারণে এখন থেকে টিপিএ সংস্থা থেকে কোনও বিল পাঠানো হলে সেগুলি যাচাই করা হবে। এর জন্যে বেসরকারি এজেন্সির মাধ্যমে আলাদা ক্লেমস অফিসার নিয়োগ করা হবে।

নিপুণ মুন্সিয়ানায় জীবন্ত গল্পের দলিল উজানযাত্রা

মৌসুমী বসাক

এ যেন এক মানসিক টানাপোড়েন। বিশ্বায়নের যুগে এই টালমাটাল পরিস্থিতিকে বর্জন করতে চায় বাবু, কিন্তু এই সময়কে আলিঙ্গন করতেও বাধ্য সে। এই পরিস্থিতির শিকার আমরা সকলেই। আর সেই গল্পই ফুটে উঠেছে উজ্জ্বল সিনহার 'উজানযাত্রা'য়। জীবনের ওঠা-পড়া, ডোবা-ভাসা নিয়েই এই গল্পের প্লট এগিয়েছে। নবীন লেখক উজ্জ্বল সিনহার প্রথম এই বই রবিবার প্রকাশ করেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষামন্ত্রী তথা বাংলা অকাদেমির সভাপতি ব্রাত্য বসু, কবি শ্রীজাত, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রচেত গুপ্ত। উজান যাত্রা অর্থাৎ পেছনে ফিরে যাওয়া। গল্পের মূল চরিত্র বাবুও যেন তাই বারবার পেছনে ফিরে ফিরে যাচ্ছিলেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর জীবনে প্রবেশ ঘটছিল একাধিক চরিত্রের। এটি একটি চেনা-অচেনা জীবনের দলিল। বাবু নামে এক বালক, কালো দিঘি, অমলতাস গাছ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। নিপুণ সাহিত্য মুন্সিয়ানা ফুটে উঠেছে গল্পে। রয়েছে জীবনের উত্থান পতন। মূল চরিত্র হয়তো লেখকেরই আত্মজীবনী। এদিনের অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, আমার ভালবাসা, সহমর্মিতা জানাই। এমন সহজ ভাবে লিখেছেন যেন লেখার মধ্যে কবিতার সঞ্চার আছে। ব্রাত্য বসু জানান, বাবুর জীবনে দেখা যায় নানান লোক আসছে। বিভিন্ন চরিত্রের আগমন হচ্ছে। যার মধ্যে দিয়ে

■ উজ্জ্বল সিনহার প্রথম বই উজানযাত্রা-র প্রকাশ অনুষ্ঠান। রয়েছেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রচেত গুপ্ত, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, শুভাপ্রসন্ন, সুধাংশুশেখর দে, শ্রীজাত-সহ অন্যান্যরা। ছবি : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বায়নের আগমন হচ্ছে। নাগরিক জীবন কেবল গ্রাম মফস্বলের কাহিনি বলবে তা নয়। মনস্তাত্ত্বিক কথাও বলছে। এই মুহূর্তের অস্থির সময়ে নিজেকে ফিরে দেখা। তিনি অতীতে যেতে চান। বাবু আমরা সবাই। আমরা এই সময়কে বর্জন করতে চাই। কিন্তু এই সময়কে আলিঙ্গন করতে হবে। আমরা এই উজানযাত্রার লেখককে উৎসাহিত করছি। নস্টালজিক হয়ে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মফস্বলের পাঠক হিসেবে যোগ করতে পেরেছি নিজেকে। ছিন্নমূল বালকের পদচারণা পেলাম। শেষ পর্যায়ে বইয়ের লেখক যোগ করেন, আমি বিব্রত, কুণ্ঠিত। এই বই লিখতে গিয়ে যাঁদের সাহায্য পেয়েছি তা ভাগ্যের। লেখকের কথায়, আমি বিপণনের কাজ করি। তবে আমার মনে হয়েছিল আমার মনেও বেশ কিছু কথা রয়েছে যা জানানো দরকার। সেই থেকেই লেখার উদ্ভব। তিনি জানান, শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য প্রথমে বইয়ের কভার করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রচ্ছদ দেখে অতীতে ফিরে যাচ্ছিলেন তিনি। যা তাঁকে বেদনা দিছিল। মনে করিয়ে দিত তিক্ত বিস্মৃতি। তাই বদল করেছেন সেই প্রচ্ছদ। দে'জ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে এই বই। এবারের বইমেলায় পাওয়া যাবে উজানযাত্রা।

এন্টালিতে পুলিশের উপর হামলায় ধৃত ৩

প্রতিবেদন : খাস কলকাতায় পার্টিতে গভীর রাত পর্যন্ত ডিজে তাণ্ডব। রুখতে গিয়ে পাল্টা আক্রান্ত হলেন দুই পুলিশকর্মী। রবিবার মধ্যরাতে এন্টালি থানা এলাকার আনন্দ পালিত রোডের এই ঘটনায় ২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নিয়ম ভেঙে রাত ১০টার পরও তারস্বরে ডিজে বক্স বাজছিল এক বহুতলের ছাদে, অভিযুক্ত প্রভাত সরকারের ছেলের জন্মদিনের পার্টিতে। রাত দেড়টা নাগাদও তা বন্ধ না হওয়ায় স্থানীয়রা সরাসরি লালবাজারে ফোন করে অভিযোগ জানান।

অভিযোগ পেয়ে ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যান এন্টালি থানার এসআই। অবিলম্বে গান-বাজনা বন্ধ করার নির্দেশ দেন তাঁরা। কিন্তু মদ্যপ প্রভাত ও তার বাপি পুলিশের নির্দেশে কান না দিয়ে পাল্টা চড়াও হয় তাঁদের উপর। কর্মরত পুলিশকর্মীর গায়েও হাত দেয়। পুলিশ এই ঘটনায় প্রভাত-সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে।

বইমেলায় চলবে বাড়তি মেট্রো

প্রতিবেদন : ১৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। সেই উপলক্ষে বাড়তি মেট্রো চলবে ইস্ট-ওয়েস্ট লাইনে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, ১৮ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়তি মেট্রো চলবে। এই ক'দিন ১০৬টির বদলে ১২০টি মেট্রো চলবে। শিয়ালদহ থেকে প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল ৬.৫৫ মিনিটে। অপরদিকে সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে সকাল ৭টায় ছাড়বে মেট্রো। রাতে শেষ মেট্রো ছাড়বে শিয়ালদহ থেকে ৯.৩৫ মিনিটে, সল্টলেক থেকে ছাড়বে ৯.৪০ মিনিটে।

অপরদিকে রবিবার চলবে ৮০টি মেট্রো। প্রথম মেট্রো শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে ১২.৫৫ মিনিটে। সল্টলেক থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে বেলা ১টায়। রাতে ৯.৩৫ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে পাওয়া যাবে শেষ মেট্রো। একইভাবে সল্টলেক থেকে রবিবার শেষ মেট্রো ছাড়বে ৯.৪০ মিনিটে। এই ক'দিন দুপুর ৩টের পর ভিড় এড়াতে ১২ মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো।

তৃণমূলনেত্রীর কথাই মানল ইন্ডিয়া, কর্মিসভায় চন্দ্রিমা

সংবাদদাতা, বারাসত : ইন্ডিয়া জোট সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তাই মেনে নিয়েছে। ফলে অধীর কী বললেন তাতে কিছু যায়-আসে না। উনি যেটা বলছেন, সেটা ওঁর দল বুঝবে। অধীরের মন্তব্যে জোটে কোনও প্রভাব পড়বে না। বললেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শনিবার সন্ধ্যায়, বারাসত সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত মহিলা কর্মিসভায়, বারাসত বিদ্যাসাগর মঞ্চে। সভায় সাত বিধানসভার প্রায় আড়াই

■ রবিবার বারাসতে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মিসভায় মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-সহ অন্যরা। ছিলেন ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার।

হাজার মহিলা কর্মী ছিলেন। ছিলেন সাংসদ তথা বারাসত সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, জেলা মহিলা তৃণমূল সভাপতি স্বপ্না বসু প্রমুখ। কাকলি কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা ঘরের মহিলাদের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়ান। সর্বত্র মহিলাদের সঙ্গে বিজেপির কুকীর্তি, ধর্ম নিয়ে বিভাজন, রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা, মহিলাদের উপর অত্যাচারের বিষয়গুলি তুলে ধরুন। পাশাপাশি এ-রাজ্যে মহিলারা যে সুরক্ষিত, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মহিলাদের ৪০ শতাংশ সংরক্ষণ দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীর সেকথাও তুলে ধরুন।

সম্পাদকীয়

15 January, 2024 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গদ্দার জবাব দাও

হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে গ্রেফতার হওয়া বিজেপি নেতা নিমাই রায়। বিশাল পরিমাণ গাঁজা সহ গ্রেফতার হওয়ার পর সে যা বলল, তাতে মুখ লুকানোর রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে বিজেপির দলবদলু নেতা সহ তথাকথিত নেতারা। অবশ্য লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, এই বস্তুটি বিজেপি নেতাদের অল্পবিস্তরও আছে বলে মনে হয় না। পুলিশের ভ্যানে ওঠার সময় নিমাই বলে গেল, অবৈধ গাঁজা তার পারিবারিক ব্যবসা। বিজেপি সব জানত। জেনেশুনেই তাকে দলের পদ দেওয়া হয়েছিল। ফাঁসিয়েছে দলের লোকেরাই। কে কাকে ফাঁসিয়েছে সেটা পরের কথা। আসল কথা হল, গাঁজা ব্যবসায়ী জেনেও বিজেপি নিমাইকে দলের কিষান মোর্চার বড় পদ দিয়েছে। গাঁজা ব্যবসায়ীর স্ত্রী জেনেও রূপা রায়কে পঞ্চায়েত সদস্য করেছে। আর এই বিজেপিই আবার নীতি নৈতিকতার কথা বলে, শাসক দলের দিকে আঙুল তোলে। অভিযোগ করে। রাজনৈতিকভাবে কতখানি নির্লজ্জ বিজেপি। আর বাংলার গদ্দার। কত কথা সারাদিন ধরে। হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা। কত অভিযোগ! ন্যূনতম বুকের পাটা থাকলে ক্যামেরার সামনে বলুক, কী সম্পর্ক ছিল গাঁজা ব্যবসায়ীর সঙ্গে। কার কোথায় কী লুকানো আছে, সেসব সে জানে, আর এটা জানে না! নাকি গাঁজার বেআইনি অর্থ তার পকেটেও আসত? সাহস থাকলে, হিম্মত থাকলে, বুকের পাটা থাকলে বলুক গদ্দার, সুকান্ত, স্বপন কিংবা দিলীপ। ক্যামেরার সামনে চোখ বড় বড় করে যেসব নাটক গদ্দার করে অভ্যস্ত, সেসব পুরনো আর ক্লিশে হয়ে গিয়েছে। এভাবেই তো ছবি দেখিয়ে শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করত। আর জবাব দিতে না পারলেই তো নিম্নরুচির উপমা চটিচাটা কিংবা জুতার তলায় রাখি-র মতো অমৃতবাণী বেরিয়ে আসবে? রাজনৈতিক হিম্মত থাকলে গদ্দার জবাব দাও।

e-mail থেকে চিঠি

সুকান্ত-শুভেন্দু সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছেন

আমরা সবাই জানি, কেন্দ্র কুম্ভমেলাকে যে সাহায্য ও সহযোগিতা করে, তা গঙ্গাসাগর পায় না। কেন? মেলাকে আলাদাভাবে স্বীকৃতি দিক বা না-দিক সব আর্থিক দায়িত্ব বহন করে রাজ্য সরকারই। সারা দেশ থেকে আসা পুণ্যার্থীদের জন্য কেন্দ্র এই দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। গত এক বছর ধরে গঙ্গাসাগর মেলার পরিকাঠামো নিয়ে কাজ করেছে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর নজরদারিতে সেচ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পঞ্চায়েত, পূর্ত, স্বাস্থ্য দফতর সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা করে পরিকাঠামো তৈরির চেষ্টা চালিয়েছে। আর এখন কাঁথির গদ্দার আর দিনাজপুরের অবলাকান্ত নির্লজ্জের মতো বলছে, ‘‘আগে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করুন মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর ছবি লাগান। তার পর আমরা প্রয়োজন হলে কেন্দ্রের কাছে দাবি জানাব গঙ্গাসাগরে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য।’’ ওদের উচিত কথা বলেছেন শঙ্করাচার্য। পুরীর শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজ। দেশের অন্যতম হিন্দুতীর্থ গঙ্গাসাগরের বার্ষিক মেলায় অংশ নিতে আসা শঙ্করাচার্যের মত, ধর্মীয় ক্ষেত্রে ‘রাজনৈতিক গুরু’র অযাচিত হস্তক্ষেপ আসলে ‘দাদাগিরি’ই। এখানেই থেমে থাকেননি হিন্দু ধর্মের এই অন্যতম ধর্মীয় পদাধিকারী। তাঁর ঝাঁঝালো কটাক্ষ—‘ধর্মীয় ক্ষেত্রের উন্নয়ন করো। কিন্তু ধর্মীয় ক্ষেত্রে দাদাগিরি দেখানো ঠিক নয়। এতে রাষ্ট্রপ্রধানের অপমান হয়।’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পুরীর শঙ্করাচার্যের পরামর্শ— ‘পিএমের উচিত, ধর্মের বিষয়কে ধর্মীয় জায়গাতেই রাখা। সব কিছুতে হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়।’ কটাক্ষ বাণের তীব্রতা বাড়িয়ে তাঁর বক্তব্য—‘সব জায়গায় নিজের কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব প্রমাণ আর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা উন্মাদের লক্ষণ। উন্মাদ, এই পরিচয় কারও দেওয়া উচিত নয়। এর আগেও অনেক রাষ্ট্রনেতা এসেছেন। যেমন প্রণব মুখোপাধ্যায়, রাধাকৃষ্ণন। এঁদের কারও মধ্যে ধর্ম নিয়ে কোনও উন্মাদনা ছিল না।’

— **জয়দীপ জুমদার, দমদম পার্ক, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

ধর্ষক পোষক মোদি সরকার আর নেই দরকার

মহিলাদের সম্মান দিতে চায় না বিজেপি। মণিপুর থেকে উত্তরপ্রদেশ, সর্বত্র ওরা ধর্ষণকারী নারী নির্যাতনকারীদের মদতদাতা। একাধিক ঘটনায় সেকথা প্রমাণিত। লিখছেন অনির্বাণ ধর

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নারীবিদ্বেষী। তারা মেয়েদের ভাল চায় না। বিলকিস বানোর ধর্ষকদের পক্ষে ওরা সওয়াল করে। গুজরাত দাঙ্গার সময়, নির্যাতিতার বয়স ছিল ২১। আজ ৪৩। এই খতিয়ানেই মালুম হয় এক সাধারণ নারীর জৈবিক ও শারীরিক পরিবর্তনের কোন পর্যায়ে আজ দাঁড়িয়ে গুজরাত দাঙ্গায় গণধর্ষিতা বিলকিস বানো। দেশের আধুনিকতম ডবল ইঞ্জিন রাজ্য গুজরাতের অসহায় এক সংখ্যালঘু নারী। অর্ধেক জীবনটাই কাটিয়ে দিলেন বিজেপির সৌজন্যে দাঙ্গার ট্রমায়, আইনি নির্যাতনের অব্যক্ত যন্ত্রণায়। ধর্ষণের ধাক্কার চেয়েও চেপে বসছে আদালতকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ধর্ষকদের মুক্তি। ১৫ অগাস্ট ২০২২। ‘এ-কাজে অভিযুক্তদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে খোদ নিবাচিত গুজরাত সরকারও।’ সুপ্রিম কোর্টের এই নির্মম পর্যবেক্ষণ ক্ষতটাকে দগদগে ঘায়ে পরিণত করেছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এই সীমাহীন অপব্যবহার শুধু এক নারীর লজ্জা নয়, গোটা দেশের কলঙ্ক।

গ্রাম বাংলার মহিলারা ১০০ দিনের কাজ করেছিলেন। কাজ করিয়ে নেওয়ার পরও বিজেপি সরকার পারিশ্রমিক দেয়নি। উল্টোদিকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সবসময় মহিলাদের পাশে রয়েছেন। তাঁর প্রকল্পগুলির জন্য বাংলার মেয়েরা এগিয়ে চলেছেন। কন্যাশ্রী প্রকল্প দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের চিন্তা করতে হয় না। তারজন্য রূপশ্রী প্রকল্প রয়েছে। পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে এরাজ্যে কোনও রং বিচার করা হয় না। সবাই সব প্রকল্পের সুবিধা পান। ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ গৃহবধূদের হাতে টাকা পৌঁছে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মেয়েদের জন্য পঞ্চায়েতে ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করেছেন। মেয়েরা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য হয়ে তাঁরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াচ্ছেন।

তফাত ছিল, তফাত আছে, তফাত থাকবেই।

গত বছর নভেম্বর মাসের গোড়ায় ‘বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়’-এর ক্যাম্পাসে ম্যাথমেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। যে মামলায় প্রায় দু’মাস পর অবশেষে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। যে খবর প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে যায় উত্তরপ্রদেশে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে বিএইচইউয়ের ছাত্রছাত্রীরা লাগাতার বিক্ষোভও করেছিলেন। অবশেষে, প্রায় দু’মাস পরে ডিসেম্বরের শেষের দিকে সেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে বারাণসী পুলিশ। জানা গিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তিনজনকে শনাক্ত করা হয়। ধৃতদের বাড়ি বারাণসীর বিভিন্ন এলাকায় বলে জানা যায়। নির্যাতিতা ছাত্রী পুলিশকে দেওয়া বয়ানে জানিয়েছেন, তিনি সেদিন প্রথমে গান্ধী স্মৃতি হস্টেল মোড়ে যান। সেখানে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। তাঁরা দু’জনে করমানবীর বাবা মন্দিরের কাছে পৌঁছতেই তিন যুবক বাইকে করে এসে তাঁদের রাস্তা আটকায়। বাইক থামিয়ে দু’জনকে গালিগালাজ করতে শুরু করে ওই তিনজন। ভয়ে তাঁর বন্ধু সেখান থেকে পালিয়ে যান। সেই সময় তিনিও পালানোর চেষ্টা করেন এবং সাহায্য চাওয়ার জন্য চিৎকার করতে শুরু করেন। কিন্তু, বাইকে সওয়ার এক যুবক নেমে এসে তাঁর মুখ চেপে ধরে। সেখান থেকে টানতে টানতে রাস্তার এক কোণে নিয়ে যায় নির্যাতিতাকে। সেখানে তাঁকে বিবস্ত্র করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁদের মধ্যে একজন পুরো ঘটনার ভিডিও করছিল বলে অভিযোগ। পুলিশ চাপের মুখে তদন্তে নেমে, অভিযুক্তদের সম্পর্কে কোনও তথ্যই পায়নি শুরুতে। এমনকী ক্যাম্পাসের ভিতরে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও একাধিক গাফিলতি সামনে আসে। শেষমেশ তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনার সময় অভিযুক্তরা যে বাইকটিতে ছিল, সেটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। অভিযুক্ত কুণাল পাণ্ডে, আনন্দ চৌহান এবং সক্ষম প্যাটেলকে আগেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। তাহলে তাদের গ্রেফতার করতে এত সময় লাগল কেন? বিজেপির ছত্রছায়াতে থাকার কারণেই কি তাদের গ্রেফতারে এত বিলম্ব হল? জানা গিয়েছে, গণধর্ষণ-কাণ্ডে ধৃত কুণাল বিজেপি আইটি সেলের মেট্রোপলিটন কো-অর্ডিনেটর। সক্ষম সহ-আহ্বায়ক। আর আনন্দকে ওই দু’জনের সঙ্গে বিজেপির কর্মসূচিতে যোগ দিতে দেখা যেত। অর্থাৎ, একটা কথা পরিষ্কার, অমিত মালব্য বিজেপির আইটি সেলে ‘ধর্ষক’দের নিয়োগ করেছেন এবং তাদের পূর্ণ সমর্থন করছেন।

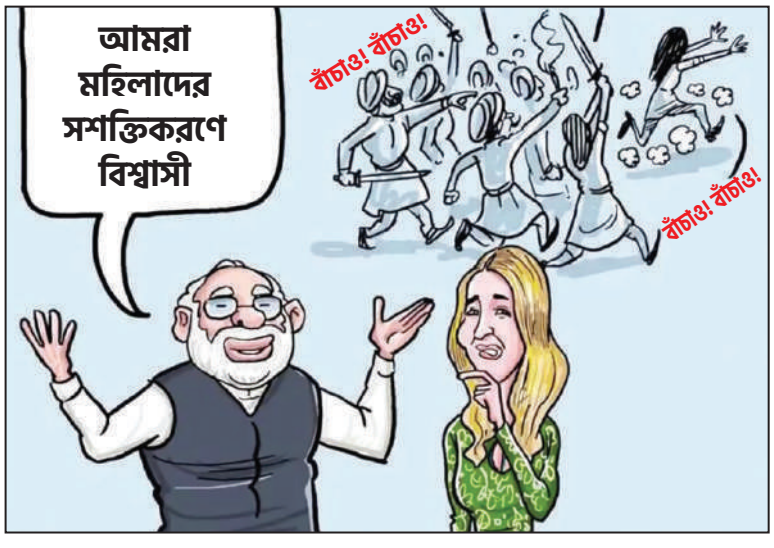

এখানেই শেষ নয়। শুরু থেকেই অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করেছে বিজেপি তথা উত্তরপ্রদেশের শাসক দল। যোগী সরকার। এমনকী গ্রেফতারি এড়াতে অভিযুক্তদের মধ্যপ্রদেশে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ভোটের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে ধৃতদের ছবিও সামনে এসেছে। পাঁচ রাজ্যে ভোটের আগে গ্রেফতার হলে সারা দেশে এই বার্তা যেত যে, আইআইটি পড়ুয়ার যৌন নিগ্রহে অভিযুক্তরা বিজেপি নেতা। এই অস্বস্তি এড়াতেই অভিযুক্তদের এতদিন তাদের গ্রেফতার করা হয়নি। আসলে, বিজেপি একদিকে বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও বলছে। অন্যদিকে ধর্ষকদের মদত দিচ্ছে। আসল কথা হল, বিজেপি ধর্ষকদের দলে পরিণত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে বিজেপির আইটি সেল ধর্ষকদের আশ্রয় দিয়ে রেখেছে, গোটা দেশ তা জেনেছে। তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না! সব বিষিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেও, আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য সে বিষয়ে চুপ কেন! তৃণমূল কংগ্রেস আজ জানতে চায়।

সব মিলিয়ে একটা কথা পরিষ্কার। মহিলাদের সম্মান দিতে চায় না বিজেপি। মণিপুরের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। বিজেপি নেতৃত্ব তাতে কর্ণপাত করেনি।

অনুরাগ ঠাকুরের মতো ঘৃণাজীবীরা যতই বড়বড় কথা বলুন না কেন, বাংলায় এমনটা ভাবা যায় না। কিছুদিন আগেই প্রকাশিত ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) রিপোর্ট অনুযায়ী, কলকাতা হল দেশের মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ শহর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যে মহিলারা সুরক্ষিত, তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত। মহিলাদের উন্নতি, অগ্রগতি অব্যাহত। তাঁদের স্বনির্ভর করে তোলা হচ্ছে। বাংলায় মহিলারা স্বাবলম্বী। তাঁদের আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যোগী সরকার। কলকাতা নিরাপদতম শহর বলেই এটা আরও সহজ হচ্ছে। বিপরীতে, দিল্লি শহর মহিলাদের জন্য রীতিমতো বিপজ্জনক। উত্তরপ্রদেশ-সহ ‘ডবল ইঞ্জিন’ সরকারগুলির কোনওটিই মহিলাদের জন্য নিরাপদ নয়। সুতরাং, দিকে দিকে আওয়াজ তুলুন, এই ধর্ষক পোষণকারী বিজেপির সরকার, আর নেই দরজার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রক্ত সংকট মেটাতে রবিবার ইছাপুর অশোকনগর নবোদয় সংঘের রক্তদান শিবির ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং, পুরপ্রধান রমেন দাস প্রমুখ

ব্যবস্থাপনায় মুগ্ধ পুণ্যার্থীরা, একবার নয়, গঙ্গাসাগর এখন বারবার

হার মানছে ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিও

প্রতিবেদন : সোমবার গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের পুণ্যতিথি। কথায় আছে, সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। কিন্তু সেসব দিনকাল এখন অতীত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সরকারের অভূতপূর্ব ব্যবস্থাপনায় গঙ্গাসাগর তীর্থও এখন 'বারবার, প্রতিবছর'। শুধুমাত্র এই রাজ্য নয়, দেশ তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষাধিক মানুষ ভিড় জমিয়েছেন এবছরের সাগরমেলায়। গতবছর সাগরে রেকর্ড পরিমাণ ৫১ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয়েছিল। প্রশাসন সূত্রে খবর, এবছর ইতিমধ্যেই ৪৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ সাগরে পৌঁছে গিয়েছেন। কলকাতার বাবুঘাট ট্রানজিট ক্যাম্পেও ভিড় সারা দেশের সাধু-সন্তদের। সরকারের তরফ থেকে বিনামূল্যে থাকা-খাওয়া-চিকিৎসা ও বাবুঘাট থেকে অতি সহজেই গঙ্গাসাগরে যাতায়াতের সুব্যবস্থায় খুশি সাধু-সন্ত

থেকে পুণ্যার্থীরা। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাতের মতো ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্য থেকে আসা পুণ্যার্থীরা অকপটে স্বীকার করছেন, কলকাতা থেকে সাগরতট, সরকারের তরফে গঙ্গাসাগর মেলার মতো এত নিখুঁত শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থাপনা অন্য কোনও রাজ্যের তীর্থক্ষেত্রে নেই। এত বড় মাপের তীর্থ-মেলা আয়োজনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনই দেশের সেরা। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে যাতায়াতের জন্য বাস, লঞ্চ ও ভেসেল পরিষেবার পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের তরফে রয়েছে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার বলয়। বাবুঘাট থেকে সাগর পর্যন্ত ১১০০ সিসি ক্যামেরা, ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চলছে ২৪ ঘণ্টা। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তায় ৪৫টি ওয়াচ টাওয়ার ও ১৪ হাজার পুলিশকর্মীর সঙ্গে রয়েছে উপকূলরক্ষী বাহিনী, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবাও। বাবুঘাটের ট্রানজিট ক্যাম্পের অনেক পুণ্যার্থী ইতিমধ্যেই সাগরে স্নান সেরে কপিলমুনির আশ্রমে পুজো দিয়ে ফিরে এসেছেন। সেরকমই উত্তরপ্রদেশের এক পুণ্যার্থী বললেন, আগের বছরও এসেছিলাম। যাতায়াতের এত সুব্যবস্থা এখন, এবার থেকে প্রতিবছরই আসব।

নতুন দায়িত্বে বিশ্বজিৎ দেব

প্রতিবেদন : ফের মিজোরামে অ্যাডভোকেট জেনারেল পদে নিযুক্ত হলেন তৃণমূলের আইনজীবী নেতা বিশ্বজিৎ দেব। দায়িত্ব পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র। বললেন, ২০০৮-২০১৮ পর্যন্ত মিজোরামের এজির দায়িত্ব পালন করেছি। ফের দায়িত্ব পেয়ে খুশি। তবে এ-রাজ্যে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোনও ছেদ পড়ছে না তাও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। তিনি বলছেন, মিজোরামের এজি হলেও আমার হেড কোয়ার্টার হবে কলকাতা। এই শর্তেই নতুন দায়িত্ব নিয়েছি। রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সেই সূত্রেই তাঁর পুরনো দায়িত্বে ফেরা। লালদুহোমার বিজেপি বিরোধী ভূমিকারও প্রশংসা করেন তিনি। নিয়োগের খবর দলনেত্রীকেও জানিয়েছেন তিনি।

রাজ্যের বিজেপি সাংসদদের এটাই শেষ লোকসভা নির্বাচন : কল্যাণ

সংবাদদাতা, হুগলি : বাংলা থেকে গতবার যে সমস্ত বিজেপি সাংসদরা জিতেছিলেন তাদের কাছে এটাই শেষ লোকসভা অধিবেশন, কারণ এবারে তারা নির্বাচনে জিততে পারবে না। রাজ্যের মানুষ তাদের সমূলে বিদায় দেবে। ডানকুনির এক সভা থেকে এমনটাই হুঙ্কার দিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ রবিবার ডানকুনির সভায় বক্তব্য রাখছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে দলীয় নেতৃত্ব।

রবিবার ডানকুনিতে এক রক্তদান শিবিরে এসে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন শ্রীরামপুরের সাংসদ।

এদিন তিনি বলেন, ভারতবর্ষের মানুষ কে কোন ধর্ম পালন করবেন, কে কী খাবেন তা ঠিক করে দেবে না নরেন্দ্র মোদি। আগামী নির্বাচনে ভারতবর্ষের মানুষ তার বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব দেবেন, এখানে বাংলার মানুষের হৃদয়ে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রশ্ন তোলেন, সন্দেশখালিতে গন্ডগোল হয়েছে বলে সারা রাজ্যে সিআইএসএফ, সিআরপিএফ রুট মার্চ চালাতে পারে না, কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।

নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা দেখে নির্বাচন কমিশন। এই সময় তারা যদি মনে করে কোন জায়গায় সিআরপিএফ বা সিআইএসএফ টহল দেওয়ার দরকার আছে তারা সেটা করতে পারে, তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাঙতে চাইছে বিজেপি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এসেই এই সব পরিকল্পনা করেছেন। কারও বিরুদ্ধে যদি কোনও অভিযোগ থাকে তাহলে তার বাড়িতে সিআরপিএফ নিয়ে যাক। কল্যাণের প্রশ্ন, সিবিআই তদন্ত করছে, গ্রেফতারও করেছে, কিন্তু আজ দেড়-দু'বছর হয়ে গেল যাঁরা জেলে রয়েছেন এখনও তাঁদের ট্রায়াল শুরু হল না কেন?

পরবের শেষে আজ টুসুর ভাসানে মাতবে রাঢ় বাংলা

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : রবিবার রাত পোহালেই মকরসংক্রান্তি। রাঢ়বঙ্গ-সহ বাঁকুড়ার বড় অংশের মানুষ একমাসের টুসু পরবে মেতে ছিলেন। নিরবচ্ছিন্ন একমাস পর টুসু উৎসবের শেষে আজ মকরসংক্রান্তিতে জাগরণের মাধ্যমে শেষ হবে এই পরব। টুসু গান প্রধানত সন্ধেবেলা টুসুমণিকে সন্ধ্যারতি দিয়ে শুরু হয়। পাড়ায় পাড়ায় ৮ থেকে ৮০ সকলেই অংশ নেন। ভাষাতত্ত্ববিদের মতে, অস্ট্রিম ভাষায় টুসু শব্দটির অর্থ ছোট পুতুল বা ছোট মেয়ে। শস্য উৎসবের প্রবহমান ধারা এই উৎসবের সঙ্গে ইউরোপের গার্ডেন অফ অ্যাডোনিস অনুষ্ঠানের

মিল রয়েছে। যা শস্যের পুনর্জন্মকে ত্বরান্বিত করার কৌশল। বাড়ির মেয়েরা নিজেরাই গানের মাধ্যমে টুসুর আরাধনা করেন যার জন্য পুরোহিত লাগে না। এই উৎসবের কোনও ধর্ম নেই। তাই টুসু ঘরের মেয়ে। সোলার তৈরি ভেলার ওপর টুসুমণিকে রেখে মকরসংক্রান্তির ভোরে নদী বা বড় জলাশয়ে ভাসানো হয়। এই উৎসব ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। কোথাও পোঙ্গল, কোথাও লোরি, কোথাও মকর। লাল মাটির দেশের মানুষ আজ টুসুর ভাসান নিয়ে গোটা দিনটা কাটাবেন উৎসবের আবহে।

■ কলকাতা পুরসভার ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জসীমউদ্দিনের উদ্যোগে আয়োজিত গণবিবাহ অনুষ্ঠানে লোকসভার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার সাংসদ ও তৃণমূল মুখপাত্র ডাঃ শান্তনু সেন-সহ অন্যরা। রবিবার।

■ রবিবার রাসবিহারীতে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় খুদেদের সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায়।

■ দক্ষিণ দমদম পুরসভার কাউন্সিলর সুরজিৎ রায়চৌধুরীর উদ্যোগে শুরু হয়েছে 'খোলা হাওয়া' সঙ্গীতানুষ্ঠান। শনিবার প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং সাংসদ সৌগত রায়।

■ ড্রাইভার্স ক্লাব আয়োজিত ভিনটেজ অ্যান্ড ক্লাসিক কার অ্যান্ড বাইক শো শুরু হয়েছে আলিপুর মিউজিয়ামে।

গাঁজা উদ্ধার, ধৃত দুই পাচারকারী

প্রতিবেদন : গাড়ির ভিতরে বাঙ্কার বানিয়ে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হল দুই ব্যক্তি। শনিবার রাতে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ শহরের ইন্দিরা মোড় থেকে একটি চার চাকার গাড়ি থেকে ওই পাচারকারীদের গ্রেফতার করে। পাচারকারীদের ছোট গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম প্রকাশ স্বর্ণকার ও অনুরাগ স্বর্ণকার। ধৃতরা দু'জনেই বিহারের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ। ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস জানান, ২৩ কিলোগ্রাম ৭৮৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার মূল্য বেশ কয়েক হাজার টাকা বলে জানা গিয়েছে।

রাজ্য
15 January, 2024 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার সাঁকরাইলের কুলটিকরীর জঙ্গলকুড়চি গ্রামে বড়াম থানের পুজোর উদ্বোধন করেন বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত

অভিষেকের নির্দেশে শিবির পুণ্যার্থীদের পরিষেবা তৃণমূলের

প্রতিবেদন : গঙ্গাসাগরে আসা পুণ্যার্থীদের যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয় সে বিষয়ে আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তাঁর নির্দেশ মতোই ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল কর্মীরা পরিষেবা প্রদানে শামিল হলেন। ইতিমধ্যেই টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তৈরি করা হয়েছে ক্যাম্প। বাবুঘাট থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ১৭টি ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে পুণ্যার্থীদের জন্য। এছাড়াও মেলায় কিউআর কোডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কোড স্ক্যান করলেই খুঁজে পাওয়া যাবে প্রয়োজনীয় জিনিস। ডায়মন্ড হারবারের টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন তরফদার বলেন, মেলায় ক্যাম্প থেকে পথনির্দেশে সাহায্য করা হচ্ছে। গরম চা, পানীয় জল, ছোলা-বাতাসা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত এই ক্যাম্পগুলি থেকে পরিষেবা দেওয়া হবে।

■ অভিষেকের নির্দেশে শিবির। পুণ্যার্থীদের পাশে তৃণমূল।

বায়োমেট্রিক চালু পুরসভায় বদলে গেল ওয়ার্ক কালচার

প্রতিবেদন : নতুন বছরের শুরু থেকেই কলকাতা পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবনে কর্মীদের জন্য শুরু হয়েছে বায়োমেট্রিক উপস্থিতি ব্যবস্থা। দীর্ঘদিন ধরেই পুরকর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্যম আনতে এই ব্যবস্থা চালুর আভাস পাওয়া গেলেও তা হয়ে ওঠেনি। অবশেষে চলতি বছরের গোড়া থেকেই কলকাতা পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবনে এসেছে বায়োমেট্রিক সিস্টেম। আর এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে পুরসভার কর্মসংস্কৃতিই পাল্টে গিয়েছে বলে মত শহরের মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের। এমনকী সকালের দিকে পুরসভার বিল্ডিং, জল, বিদ্যুতের মতো যেসব বিভাগের কর্মীদের সরাসরি মাঠে নেমে কাজ করতে হয়, তাঁদের জন্যও বিশেষ সুবিধা হয়েছে। মেয়র জানান, সকালের দিকে অনেকের ফিল্ডে ডিউটি পড়ে। তাঁরা কাজ শুরু করার আগে ফিল্ড থেকেই অনলাইনে পুরসভার অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাটেনডেন্স দিয়ে দেন। ফলে তাঁদের সময়ও বিশেষ নষ্ট হয় না, কাজেও গতি আসে। গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকেই পুরসভায় বায়োমেট্রিক সিস্টেম চালু হওয়ার কথা চলছিল। বিশেষ করে পুরসভার 'অবাধ্য' কর্মীদের কড়া নজরদারিতে রেখে শায়েস্তা করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফিরহাদ আরও বলেন, খুব ভাল রেসপন্স পাওয়া গিয়েছে। কর্মীরা এই বিষয়টাকে খুব সিরিয়াসলি নিয়েছে। পুরসভার ওয়ার্ক কালচারই চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে।

শীতের আমেজের সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস

প্রতিবেদন : রাজ্যজুড়ে শীতের আমেজ উপভোগ করার মধ্যেই মনখারাপের খবর। বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, পশ্চিম হিমালয় থেকে ঝঞ্ঝা এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আর্দ্রতা ঢুকে বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এর জেরে আগামী মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলা ভিজতে পারে বৃষ্টিতে। আর বৃষ্টি হলে শীতের পথে বাধা তৈরি হবে বলাই বাহুল্য। পাশাপাশি দার্জিলিং ও কালিম্পঙে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। শুক্রবার থেকে শহরে তাপমাত্রা কমেছে। শনিবার ছিল মরশুমের শীতলতম দিন। রবিবার সকাল থেকেই শিরশিরে হাওয়া। কিন্তু এই কনকনে শীতের মেয়াদ মাত্র তিনদিন। এরই মধ্যে উত্তুরে হাওয়ার দাপটে তাপমাত্রা নামতে পারে। দক্ষিণের একাধিক জেলাতে রয়েছে শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনাও। মঙ্গলবার পর্যন্ত শীতের এই আমেজ মিলবে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। তারপর থেকেই ফের হাওয়া বদলের সম্ভবনা। তবে সিকিমে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রভাব পড়বে দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায়। শীতের দাপটে কাঁপছে গোটা বাংলা। পৌষের শেষে ঝোড়ো ব্যাটিং শীতের।

- দক্ষিণে কনকনে শীতের মেয়াদ দু'দিন।
- একাধিক জেলায় শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা।
- মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি।
- বাড়বে তাপমাত্রা।
- দার্জিলিং ও কালিম্পঙে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।
- সিকিমে তুষারপাতের সম্ভাবনা।

পৌষ সংক্রান্তির আগেই হু হু করে নামছে তাপমাত্রার পারদ। শনিবার কলকাতার তাপমাত্রা ছিল সর্বনিম্ন ১২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রবিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন আরও কাঁপানো ঠান্ডা থাকবে। মেঘলা আকাশ, কনকনে ঠান্ডা সংক্রান্তি পর্যন্ত থাকবে। সেই সঙ্গে থাকবে কুয়াশার দাপট এবং অবাধে উত্তুরে হাওয়া। সকালে আকাশ কুয়াশায় ঢাকা থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কেটে যাবে। পশ্চিমের জেলায় শৈত্যপ্রবাহ। রবিবার পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমের কিছু অংশে শৈত্যপ্রবাহের সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। সাতের ঘরে নেমে গিয়েছে তাপমাত্রা।

সামলাচ্ছেন আট মন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

অপরাধ দমনে সজাগ প্রশাসন গত কয়েকদিনে ৪১টি পকেটমারির ঘটনায় ৩৮টি খোয়া যাওয়া বস্তু উদ্ধার করেছে। বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের জন্য ২৫০ জনকে গ্রেফতার করেছে।

লক্ষাধিক পুণ্যার্থীদের মধ্যে রবিবার পর্যন্ত ২৮৪৬ জন তাঁদের আত্মীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন হন। যার মধ্যে ২৮১০ জনকে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট আইসিইউ সুবিধাযুক্ত অস্থায়ী হাসপাতালে ৭৫০ জন স্বাস্থ্যকর্মী পরিষেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। একটি এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স, ৪টি ওয়াটার অ্যাম্বুল্যান্স ও ১০০টি অ্যাম্বুল্যান্স ও গ্রিন করিডরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১৩টি মোবাইল ট্রিটমেন্ট ইউনিট রয়েছে। এদিন সাতজন তীর্থযাত্রীকে নিয়ে মোট ১২ জনকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সের মাধ্যমে এয়ার লিফট করা হল। দু'জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে, যার মধ্যে রয়েছেন রাজস্থানের বাসিন্দা মোহনলাল প্রজাপত (৫৯) ও দিল্লির বাসিন্দা চন্দ্র পাল (৫২)। সেইসঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলাকে সার্বিকভাবে পরিবেশবান্ধব ও প্লাস্টিক-মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর প্রশাসন নানা প্রচার অভিযান চালাচ্ছে। এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় নতুন আকর্ষণ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিউ আর কোড, পুশ এসএমএস অ্যালার্ট, সাগর প্রবচন ও মহাসাগর আরতি।

■ যাদবপুরে মিছিল। প্রতিবাদে শামিল মহিলারাও। রবিবার।

■ গদ্দারের জবাবি প্রতিবাদ মিছিলে জনস্রোত। রবিবার। যাদবপুরে।

যাদবপুরে মিছিলে গর্জন

(প্রথম পাতার পর)

মিছিল শেষে বিজেপিকে একহাত নিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র বলেন, ইডি-সিবিআইকে দিয়ে তৃণমূলকে ভেঙে দেওয়া যাবে না। যদি বিজেপি ভেবে থাকে ইডি-সিবিআইকে দিয়ে তৃণমূলকে দুমড়ে-মুচড়ে দেওয়া যাবে, তাহলে তারা ভুল ভাবছে। বিজেপি যেন ভুলে না যায়, বাংলার মানুষ এক-একটা ভোট নিয়ে তৃণমূলের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, যত ইডি-সিবিআই লাগিয়ে বাংলাকে অপদস্থ করবে, তত তৃণমূলের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। এদিন ফের পথে নেমে তৃণমূল বুঝিয়ে দিল বিজেপিকে প্রতিরোধ করতে মানুষ তৈরি। বিজেপির প্রতিহিংসার বিরুদ্ধে তৃণমূলের এই লড়াই চলবে। তৃণমূলের কোনও বিকল্প নেই, তৃণমূলের একমাত্র বিকল্প উন্নততর তৃণমূল।

সন্দেশখালি : তৃণমূল জবাব দিল বিজেপিকে

প্রতিবেদন : সন্দেশখালি-কাণ্ড নিয়ে গদ্দারদের ধুয়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার সাংবদিক বৈঠকে তৃণমূলের আইটি সেলের চেয়ারম্যান দেবাংশু ভট্টাচার্য বিজেপিকে ফুৎকারে উড়িয়ে জানিয়ে দিলেন, ওরা যদি জেনেই থাকেন, কোথায় রয়েছেন শাহজাহান, তা জানিয়েই দিন না। আর যদি বাংলা ছাড়ার অভিযোগই করেন, তাহলে বিএসএফ কী করছিল? এটা তো বিএসএফের অযোগ্যতা, যা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দফতর। সন্দেশখালি প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষও বলেন, গদ্দারের সঙ্গে ছবি পাওয়া গিয়েছে, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না কোথায় রয়েছেন শাহজাহান। পুলিশ সক্রিয়, তাই সন্দেশখালি-কাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছে একাধিক।

■ রবিবার সন্ধ্যায় নববারাকপুর পূর্বাচল সংঘের প্রাঙ্গণে একদিনের পিঠে পার্বণ উৎসবের উদ্বোধন করেন সাংসদ সৌগত রায়। পুরসভার ১৫ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে ওয়ার্ডের মহিলারা ভিন্ন স্বাদের পিঠে, পুলি, পাটিসাপটা তৈরি করে স্টলে প্রদর্শন ও বিক্রি করেন। নদিয়ার মাঝদিয়ার নলেন গুড়ও রয়েছে উৎসবে। সফল প্রতিযোগীদের আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। সাংসদ পিঠে-পার্বণ উৎসবের বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

মানকুণ্ডু স্টেশনে রেললাইনে ফাটল

সংবাদদাতা, হুগলি : রেললাইনে ফাটল ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হল মানকুণ্ডু স্টেশনে। রবিবার সকাল ন'টা পনেরো নাগাদ ডাউন এক নম্বর লাইনে ফাটল নজরে পড়ে। ফলে হাওড়া-ব্যান্ডেল শাখায় ট্রেন চলাচল সাময়িক ভাবে ব্যাহত হয়। উল্লেখ্য, রেলের কাজের জন্য বিগত কয়েক মাসে লাগাতার হাওড়া ও শিয়ালদা শাখার মাঝে মধ্যেই ট্রেন বাতিলের ঘোষণা করা হয়েছে। যার জেরে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়েছে নিত্যযাত্রীদের। তার মধ্যে আবার লাইনে ফাটলের মতো ঘটনা। সেক্ষেত্রে ছুটির দিনে যাঁদের বিশেষ কোনও প্ল্যান ছিল তাঁদেরও সমস্যায় পড়তে হল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

15 January, 2024 • Monday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১৫ জানুয়ারি ২০২৪
সোমবার

আজ মকরসংক্রান্তি • গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান

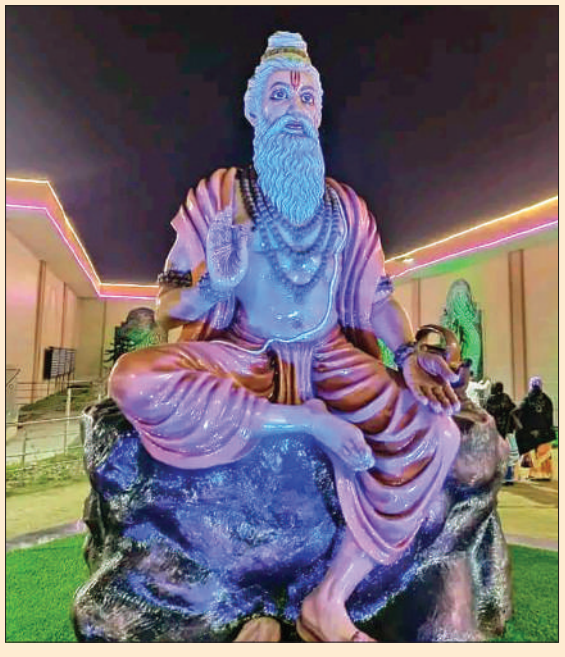

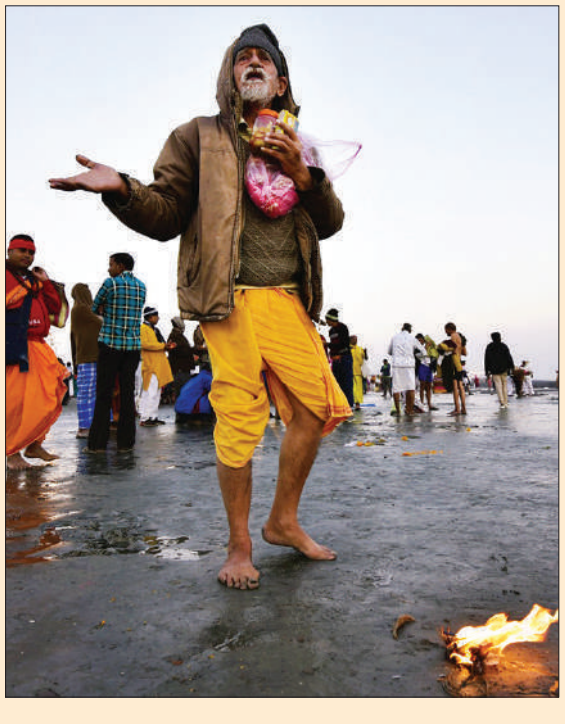

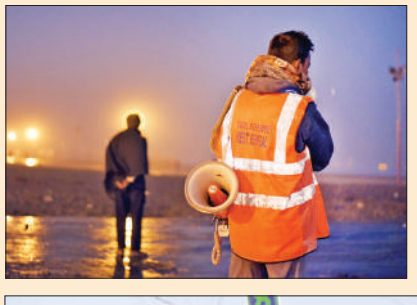

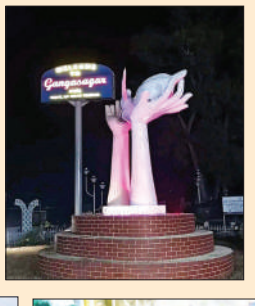

আমার বাংলা
15 January, 2024 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রকল্পের জয়গান গেয়ে তৃণমূলে যোগ মহিলাদের

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : রাজ্যের মহিলাদের স্বনির্ভর করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেয়েদের জন্য এনেছেন একাধিক প্রকল্প। বিশ্বের দরবারে সেরা কন্যাশ্রী। তাই বাংলার মেয়েরা শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। এভাবেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়েদের জন্য একাধিক প্রকল্পের জয়গান করে বিরোধী শিবির ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নিলেন মহিলারা। রবিবার বিকালে এক নজিরবিহীন যোগদানের সাক্ষী থাকাল কালিয়াগঞ্জের বেচাডাঙা গ্রাম। পাড়া বৈঠকে তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন বিধায়ক সৌমেন রায়। কেন্দ্রীয় সরকারের নারীবিদ্বেষী মনোভাব সকলের সামনে তুলে ধরতে পাড়া বৈঠকের কর্মসূচি নিয়েছে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। গঠনের রাজ্য সভাপতি তথা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। ১০ হাজার পাড়া বৈঠক হবে বলে জানোনো হয়। সেইমতো রাজ্যজুড়ে প্রতিটি অঞ্চলে 'চলো পাল্টাই'-এর ব্যানারে চলছে এই পাড়া বৈঠক। এই বৈঠকে এলাকার মহিলাদের উপস্থিতি থাকছে চোখে পড়ার মতো। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে কত বড় প্রতারক তা এখন বুঝেছেন প্রত্যন্ত এলাকার মহিলারাও। তা প্রমাণ হচ্ছে পাড়া বৈঠকে মহিলাদের তৃণমূলে যোগদানের ফলে। মহিলাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেওয়ার পর বিধায়ক সৌমেন রায়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত আরও শক্ত করতে এবং বিজেপিকে জবাব দিতেই মহিলারা যোগদান করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসে। তাঁদের হাত ধরে আরও মহিলারা যোগদান করবেন। বিধায়ক ছাড়াও এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরন্ময় সরকার, ব্লক সভাপতি নিতাই বৈশ্য প্রমুখ।

যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক সৌমেন রায়।

পয়ঃপ্রণালীর সূচনা

■ পয়ঃপ্রণালীর শিলান্যাস হল হল কালিয়াচকে। রবিবার শিলান্যাস করেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়ামিন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের ৬৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ব্যয়ে পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করা হবে। মন্ত্রী ছাড়াও শিলান্যাসে উপস্থিত ছিলেন আবদুর রহমান, কালিয়াচক-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তসলিমা খাতুন প্রমুখ।

ডাকাতি-কাণ্ডে ধৃত ৪

■ ডাকাতির ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম নাজমুল হক(২৭), রাশিদুল শেখ(৩৫), রাহুল শেখ(২০), জিয়াউল শেখ(৩৮)। জিয়াউল শেখ মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা অর্জুনপুরের বাসিন্দা। বাকি তিনজন বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের রবিবার মালদহ জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারপতি ধৃতদের ১১ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত তিনদিন আগে কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকের বেদরাবাদ গ্রামের বাসিন্দা উজির হোসেনের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

সচেতনতার প্রচারে

■ সেফ ড্রাইভ - সেভ লাইফ বিষয়ে জনসচেতনতা গড়তে বালুরঘাটে হল মোটর সাইকেল র‍্যালি এবং পথনাটিকা। পুলিশের উদ্যোগে র‍্যালির সূচনা করেন দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল। ছিলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের ডিএসপি বিল্বমঙ্গল সাহা, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা।

পৃথক দুই দুর্ঘটনায় মৃত ৫, গুরুতর আহত ২

জলপাইগুড়ি

প্রতিবেদন : শীতের দুপুরে মর্মান্তিক দুটি দুর্ঘটনা জলপাইগুড়িতে। প্রথমটি বিন্নাগুড়িতে এবং দ্বিতীয়টি ধরণীপুরে। বোনের অন্নপ্রাশনের দিন বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল দাদার। সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে আরও এক কিশোরের। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আদর্শপল্লি-নেপালিবস্তি এলাকায়। রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ স্থানীয় ভেলকিপাড়া এলাকায় বাইক দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শুভ অধিকারী নামে ১৬ বছর বয়সি কিশোরের। সেখানে গুরুতর জখম হয় ১৪ বছর বয়সি অন্য এক কিশোরের।

ধরণীপুরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই কিশোরকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিছুক্ষণ বাদেই তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। অন্যদিকে ধরণীপুরে মৃত্যু হল তিন মহিলার। গুরুতর আহত অবস্থায় আরও দু'জন মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি। রবিবার একটি চারচাকা গাড়িতে সিকিম থেকে বীরপাড়ার দিকে যাচ্ছিলেন পাঁচজন। মৃত আত্মীয়ের বাড়িতে সংস্কারের সামগ্রী পৌঁছতে গিয়ে তাঁদের গাড়িটিই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। পরপর গাছে ধাক্কা মেরে গাড়িটি পড়ে যায় নালায়।

বরাদ্দ বেশি, দুই মহকুমায় হবে আয়ুষ মেলা

উত্তর দিনাজপুর

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : রাজ্য সরকারের উদ্যোগে জেলায় জেলায় শুরু হয়েছে আয়ুষ মেলা। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের অধীন পশ্চিমবঙ্গ আয়ুষ সমিতির নির্দেশে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে আগামী ১৫ জানুয়ারি থেকে উদ্বোধন হবে জেলা আয়ুষ মেলা। চলবে ১৭ তারিখ পর্যন্ত। উল্লেখ্য, ৫টি স্বাস্থ্য জেলা-সহ মোট ২৭টি জেলায় এই মেলার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। প্রত্যেক জেলায় মেলার জন্য ৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। জেলা মেডিক্যাল অফিসার সৌমেশ ভট্টাচার্য জানান, এই মেলা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মেলার জন্য আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছে। আগের বছর রায়গঞ্জ মহকুমাতে এই মেলার আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু এই বছর ইসলামপুর এবং রায়গঞ্জ মহকুমার কালিয়াগঞ্জেও মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। আগামী ২৯-৩০ জানুয়ারি কালিয়াগঞ্জেও আয়ুষ মেলা আয়োজিত হবে। ইসলামপুরের মুক্তমঞ্চে আয়োজিত এই মেলায় থাকছে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক স্বাস্থ্যপরীক্ষা এবং ওষুধ প্রদান, যোগ ও প্রাণায়াম প্রদর্শন এবং প্রশিক্ষণ, 'বসে আঁকো' এবং 'ক্যুইজ প্রতিযোগিতা', গাছ বিতরণ। এছাড়া হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা রয়েছে। সুসজ্জিত ট্যাবলোর শোভাযাত্রা, কর্মশালা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রভৃতিও থাকবে।

সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে পালন ডুয়ার্স দিবস

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : ধামসা-মাদলের তালে সম্প্রতির বার্তা দিয়ে পালিত হল ডুয়ার্স দিবস। ডুয়ার্সকে বলা হয় মিনি ভারতবর্ষ। এখানে দেশের প্রায় সব প্রান্তের বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও ভাষাভাষী মানুষের বাস। কালচিনি থানা ময়দানে রবিবার উদযাপন করা হল ডুয়ার্স দিবস। জলপাইগুড়ির এলেনবাড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারের সংকোশ পর্যন্ত প্রায় ১৬০ কিলোমিটার বিস্তৃত এই ভূখণ্ডে জাতি, ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে ডুয়ার্সবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যান্য বছরের মতো এবারও দিনটিকে পালন করছেন।

ধামসা-মাদলের তালে ডুয়ার্স দিবস উদযাপন।

এদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ডুয়ার্স দিবস উদযাপন করা হয়। ডুয়ার্স ডে উপলক্ষে রবিবার অঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়, যেখানে কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। রবিবার দুপুরে বিভিন্ন জনজাতির সাংস্কৃতিক নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। ডুয়ার্স ডে পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে কৌশল গোলে জানান, ডুয়ার্সের সংস্কৃতি সবার সামনে তুলে ধরতে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

শীতবস্ত্র প্রদান

■ দুঃস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়ালেন জেলা পরিষদের সদস্য। শীতবস্ত্র বিতরণ করা হল ইটাহারে। রবিবার উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য শায়েস্তা আলমের উদ্যোগে তাঁর নির্বাচনী এলাকায় দুই হাজার দুঃস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হল। এদিনের এই শীতবস্ত্র প্রদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব হুসেন আলি, মাসুম আফতাব-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

খুনের চেষ্টা

■ বাড়ির পাশে কলাগাছ কাটাকে কেন্দ্র করে একই পরিবারের চারজনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার সুলতানপুর এলাকায়। আক্রান্তদের নাম ফুগলু মণ্ডল, বয়স (৬৫), শিখা মণ্ডল, বয়স(৫৫), যুধিষ্ঠির মণ্ডল, ভরত মণ্ডল। আক্রান্তরা চিকিৎসাধীন মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। অভিযুক্তরা হল নিমাই মণ্ডল, কালু মণ্ডল-সহ বেশ কয়েকজন। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফুগলু মণ্ডলের বাড়ির পাশে কলাগাছ রয়েছে। সেই কলাগাছ অভিযুক্তরা আজ সকালে কাটতে যায়। বাধা দিতে গেলেই ফুগলু মণ্ডল ও তার পরিবারের সদস্যদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারে। রক্তাক্ত অবস্থায় সকলকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শারীরিক অসুস্থতার কারণে ১১ জানুয়ারি ৭২ বছর বয়সে প্রয়াত হন ক্ষমা সাহা। এম আর বাঙুর হাসপাতালে। তাঁর পুত্র দিব্যেন্দু সাহার সদিচ্ছায় সচেতন সংগঠনের কর্মী দেবাশিস চক্রবর্তীর উদ্যোগে তাঁর চক্ষু দান করা হয়েছে

আমার বাংলা

15 January, 2024 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

কাশ্মীরে বাঙালি জওয়ানের রহস্যমৃত্যু

■ কাশ্মীরে বীরভূমের এক বাঙালি জওয়ানের রহস্যমৃত। বাড়ি কীর্ণাহারের আলিগ্রামে। নাম বিশ্বজিৎ অধিকারী। ১১০ নম্বর ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত ছিলেন। শনিবার সন্ধে ৬টা নাগাদ বাড়িতে খবর আসে, কর্মরত অবস্থায় তাঁর মাথায় গুলি লেগে প্রাণ গিয়েছে। বিশ্বজিৎ বড় ছেলে। বাড়িতে স্ত্রী নবনীতা ও ১০ বছরের এক সন্তান রয়েছে। ২০০৬-এ সিআরপিএফে চাকরি পান। কেউ গুলি চালিয়েছে না দুর্ঘটনার জেরে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন নাকি জঙ্গিদমন অভিযানে প্রাণ গিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে কীর্ণাহার থানার পুলিশ। আগামীকাল তাঁর দেহ বাড়িতে আসবে বলে জানা গিয়েছে।

ক্রিকেট কার্নিভাল

■ বনগাঁ পুরসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল পাঁচদিন ব্যাপী ক্রিকেট কার্নিভাল। উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ, অধ্যাপক প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, অন্যতম আয়োজক কাউন্সিলর অমিতাভ দাস ও অন্য কাউন্সিলররা। প্রতাপগড় মাঠে এই ক্রিকেট কার্নিভালের ফাইনালে জয়ী হয় সুভাষনগর স্পোর্টিং ক্লাব। বিজিত গান্ধীপল্লি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব।

হাঁটা প্রতিযোগিতা

■ পাঁচ মাইল হাঁটা প্রতিযোগিতা হয়ে গেল মারুতি ব্যায়াম বিদ্যালয়ের উদ্যোগে। ১৯৪৩ সালে বিজয়কৃষ্ণ রায় প্রবর্তিত এই পাঁচ মাইল ভ্রমণ প্রতিযোগিতার সূচনায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়, অমল কুমার, সঞ্জয় রায়, সোমনাথ ভট্টাচার্য, মলয় চট্টোপাধ্যায়, অরিজিৎ মজুমদার, কমলাকান্ত গোস্বামী প্রমুখ। প্রতিযোগিতায় অংশ নেন ১০৭ জন প্রতিযোগী।

খোঁজ-এর সাফল্য

■ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের বিশেষ প্রকল্প ‘খোঁজ’-এর অভিনব সাফল্য। এটি হারানো বা চুরি-যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার কর্মসূচি। এই খোঁজ-এর উদ্যোগেই কোতোয়ালি পুলিশ স্টেশন তাদের উদ্ধার করা ৮০টি মোবাইল ফোন তার মালিকদের হাতে তুলে দিল। ফোন মালিকরা ফোন ফিরে পেয়ে পুলিশকে সাধুবাদ জানালেন।

মুখ্যমন্ত্রীর পথশ্রী প্রকল্পে রাজ্য জুড়েই চলেছে কাজ

ডেবরায় হল নতুন রাস্তা

সংবাদদাতা, ডেবরা : উন্নয়নের এক বড় হাতিয়ার রাস্তা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোড়া থেকেই এই দিকটায় জোর দেন। কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও রাজ্যের নিজের টাকায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এই লক্ষ্যে তিনি তৈরি করেছেন পথশ্রী প্রকল্প। সেই পথশ্রী প্রকল্পেই নতুন রাস্তা পেল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ৩ নং সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ টাবাগেড়্যা গ্রাম। কয়েক মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য জুড়ে বহু পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা তৈরির শিল্যান্যাস করেন। সেই সময় ডেবরার বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবির ওই এলাকার রাস্তার শিল্যান্যাস করেছিলেন। তারপর মাঝে কয়েকমাস কেটে গিয়েছে। অবশেষে সেই রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়।

পথশ্রী প্রকল্পে নতুন রাস্তার সূচনা হল রবিবার। ডেবরায়।

যার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। এই রাস্তা তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন জেলার পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নির্মল ঘোষ, ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সীতেশ ধাড়া, গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান চন্দন বেরা প্রমুখ। সত্যপুর হাসপাতাল থেকে সমাজগড়া পর্যন্ত যে রাস্তাটির কাজ বাকি আছে সেটাও আগামী দিনে হবে বলে হুমায়ুন জানিয়েছেন। এই রাস্তা তৈরি করে দেওয়ার জন্য বিডিও এবং জয়েন্ট বিডিওকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী। নতুন রাস্তা হওয়ায় তাদের অনেক সুবিধে হবে।

এখন অসংগঠিত শ্রমিকেরা বহুগুণ সুবিধা পান : মলয়

সংবাদদাতা, আসানসোল : আসানসোলে ২০২৪-এর শ্রমিকমেলার উদ্বোধন হল রবিবার। এদিন জাতীয় সড়কের ধারে শীতলা মাঠে দুপুর তিনটে নাগাদ

মলয় ঘটক, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

দুদিনের মেলার উদ্বোধন করেন শ্রম ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। মলয় বলেন, সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় আগে উপভোক্তাকে দিতে হত ২৫ টাকা, সরকার দিত ৩০ টাকা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাম বদলে করেছেন বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা। এখন উপভোক্তাদের আর টাকা দিতে হয় না। বাম আমলে ২০০০-১১ উপভোক্তারা পেয়েছিলেন ৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। তৃণমূলের আমলে পেয়েছেন ২,৩০০ কোটি টাকা। অসংগঠিত শ্রমিকেরা বহুগুণ বেশি সুবিধা পেয়েছেন, এই পরিসংখ্যানই তার প্রমাণ। সভায় উপস্থিত আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মলয়ের সুরেই ঋতব্রত বলেন, অসংগঠিত শ্রমিকদের কথা ভেবেছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রীই। বাম আমলে শ্রমিকদের কথা ভাবা হয়নি। ছিলেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটক, পুরপ্রধান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, ওয়াসিমুল হক, জেলাশাসক এস পন্নাভালাম, পুলিশ কমিশনার সুধীর চৌধুরী প্রমুখ।

তৃণমূলের উদ্যোগে ওয়াটার এটিএম

সংবাদদাতা, নওদা : সাধারণ মানুষকে বিশুদ্ধ পানীয় জল দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিল নওদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের উদ্যোগে নওদা গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন আমতলা স্কুলপাড়া বুথে ওয়াটার এটিএম বসল। উদ্বোধন করলেন মুর্শিদাবাদ লোকসভার সাংসদ আবু তাহের মহাশয় ও মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা নওদা ব্লক তৃণমূল সভাপতি সফিউজ্জামান শেখ। ছিলেন শহিদুল ইসলাম ও নওদা গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান ফিরোজ শেখ, উপপ্রধান রিয়া আখতার বানু ও জনপ্রতিনিধিরা।

কেন্দুলির কদমখণ্ডি ঘাটে মকরস্নান মেলা

সংবাদদাতা, জয়দেব : মকরস্নান সোমবার সকালেই। কেন্দুলির কদমখণ্ডির ঘাটে সেই উপলক্ষে লক্ষ মানুষের ভিড়। প্রায় আড়াইশো আখড়া অজয় নদের পাড়ে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ প্রদীপ জ্বালিয়ে জয়দেব কেন্দুলি মেলার উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ। ছিলেন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলাশাসক বিধান রায়, বোলপুর সাংসদ অসিত মাল, নানুর বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি, জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ, সিউড়ি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, লোকসঙ্গীত শিল্পী রতন কাহার প্রমুখ। মেলায় থাকছে পর্যাপ্ত পুলিশি ও নিরাপত্তাব্যবস্থা। বিপর্যয় মোকাবিলা টিম, স্বাস্থ্য

উদ্বোধনে চন্দ্রনাথ সিংহ, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিভাগের পুরো টিম। কদমখণ্ডির স্নানের ঘাটে যাতে কেউ ডুবে না যায় সেদিকে নজর রাখছে সিভিল ডিফেন্স। চন্দ্রনাথ জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো মেলায় যাতে কারও অসুবিধা না হয় তার জন্য তৎপর জেলা প্রশাসন। সাধুসন্ত আউল-বাউল, কীর্তনীয়া ও সাধারণ মানুষ আসেন। পানীয় জল, আলো ও শৌচের ব্যবস্থা থাকছে যথাযথ। ৩৫ বছর ধরে পশ্চিম বর্ধমান গৌরবাজার থেকে আসছেন তাপস গিরি নাগাবাবা। বললেন, এখন মেলায় ব্যবস্থা খুবই ভাল। আগে মেয়েদের খোলা মাঠে শৌচ করতে হত। এখন ব্যবস্থা ভাল। রাত দুটো কুড়ি থেকে শুরু হবে মকরস্নান।

গাড়িতে চালকের দেহ

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে একটি প্রাইভেট গাড়ির ভেতরে এক যুবকের মৃতদেহ। পরিবারের অভিযোগ, কেউ বা কারা ওঁকে খুন করেছে। নাম রমজান শেখ (২৮)। বাড়ি নয়নডাঙায়। শনিবার সকালে হরহরি থেকে কয়েকজন যাত্রীকে বীরভূমের নলহাটিতে পৌঁছতে যায়। তারপর থেকেই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পুলিশ দেখছে যাত্রীদের নামিয়ে গাড়িটি দাঁড় করিয়ে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত এলাকায় চিকিৎসা মিউজিয়াম

সংবাদদাতা, ঘাটাল : এখনকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ঝোঁক যত বেড়েছে, সেই তুলনায় মেডিক্যাল পড়ায় আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। তাই পড়ুয়াদের মেডিক্যাল পড়ায় উৎসাহিত করতে তৈরি হল চিকিৎসা জাদুঘর। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় চিকিৎসা জাদুঘর তৈরি করে নজর কেড়েছেন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিমানচন্দ্র ঘোষ। নিজের গ্রামে মূলত গ্রামীণ চিকিৎসকদের কথা ভেবেই এই জাদুঘর তৈরি করেছেন বলে দাবি বিমানচন্দ্রের। জাদুঘরের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক সুজিত কর

মানস ভুঁইয়া, সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ, সুজিত কর পুরকায়স্থ প্রমুখ।

পুরকায়স্থ, প্রাক্তন পুলিশকর্তা সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ প্রমুখ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ব্লকের অজবনগর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়নগর গ্রামে চিকিৎসা জাদুঘরটি তৈরি করা হয়েছে। পড়ুয়াদের মনে এই জাদুঘর চিকিৎসক হওয়ায় উৎসাহ জোগাবে বলে দাবি সুজিতের। মানস বলেন, বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের এই জাদুঘর ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করা হোক। সেই সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়াদেরও এই মিউজিয়াম দেখানো উচিত। এই জাদুঘরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস ও তার অগ্রগতির নানা ঘটনা রয়েছে, যা শুধু মেডিক্যাল পড়তে চাওয়া পড়ুয়াই নয়, সাধারণ পড়ুয়া বা মানুষও এর মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পারবে।

১০
১৫ জানুয়ারি ২০২৪
সোমবার

আমার বাংলা

15 January, 2024 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিজেপির কুৎসা-মিথ্যাচারের জবাবে সিউড়িতে পথে নামছে মহিলা তৃণমূল

সংবাদদাতা, সিউড়ি : মকর-সংক্রান্তির পুণ্যস্নান সেরে ২৩ জানুয়ারি নেতাজি জন্মজয়ন্তী থেকে সিউড়ি বিধানসভার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সদস্যরা একযোগে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পদযাত্রার মধ্য দিয়ে পথে নামছেন। প্রতীকী প্রতিবাদ জানাবেন তাঁরা। রবিবার সিউড়ি শহর তৃণমূল কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে এসে একথা জানান বীরভূম জেলা তৃণমূল কোর কমিটির আহ্বায়ক ও সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। সামনেই লোকসভা ভোট, এখন থেকেই বিজেপি বিভিন্নভাবে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা, অপপ্রচার, মিথ্যাচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে দিশাহীন করতে চাইছে। ওদের এইসব মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে পথে নেমে আন্দোলন শুরু করতে চলেছে সিউড়ি শহর তৃণমূলের মহিলা সংগঠন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র শুধু একজন বাঙালি নন, তিনি এমন একজন প্রতিবাদী যোদ্ধা যিনি ব্রিটিশদের থরহরি কম্পন ধরিয়ে দেন। তিনি এমন তেজি ঘোড়া যার খুরের আওয়াজে ইংরেজদের মাটি কেঁপে গিয়েছিল। বাঙালির গর্ব এই মানুষটির জন্মদিনে আমরা আমাদের আন্দোলনের সূত্রপাত করতে চাই তাঁকে প্রণাম জানিয়ে। বিজেপিমুক্ত বীরভূম চাইলে নেতাজির মতো দৃঢ় হতে হবে সংগঠনের প্রতিটি সৈনিককে। মুখ্যমন্ত্রী সর্বদা তাঁর কর্মীদের নির্দেশ দেন, নেতাজির মতো মানুষের স্বাধীনতা এবং উন্নতির কথা ভাবতে হবে। তাঁর দেখানো আন্দোলনের পথ অনুসরণ করতে হবে। রবিবারের রক্তদান শিবিরে প্রায় ১০০ মানুষ রক্ত দেন। বিকাশবাবু বলেন, রক্ত ঈশ্বরের এমন এক সৃষ্টি যেখানে জাত-ধর্ম-রং-বর্ণের মূল্য নেই। একমাত্র রক্তই পারে মানুষের বিভেদ মুছে দিতে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রক্ত দিয়ে মানুষের জীবনকে সুরক্ষিত করার মতো পরোপকারী কাজ হতে পারে না। সিউড়ি তেরোর পল্লি ক্লাবে আরেকটি রক্তদান শিবিরে বিধায়ক উপস্থিত হয়ে রক্তদাতাদের উৎসাহ দেন।

নেতাজিকে স্মরণ করে ২৩শে শুরু প্রতিবাদ

সিউড়ি শহর তৃণমূলের রক্তদান কর্মসূচিতে বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী।

তিন কৃষি সমবায়ে জয়ী তৃণমূল

রাম-বাম হারল পাঁশকুড়ায়

জয়ের পর সমবায় সমিতির সামনে উল্লাস তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের।

সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া : সমবায় নির্বাচনে ফের তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে হারল রাম-বাম জোট। পাঁশকুড়ার পুলশিটা পল্লীশ্রী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি ভোটে জিতল তৃণমূল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে স্থানীয় হাউর গ্রাম পঞ্চায়েতে জিতেছিল বিজেপি। কিন্তু রবিবার এই সমবায় সমিতির ভোটে বিজেপি ও বামেরা জোট করেও তৃণমূল প্রার্থীদের হারাতে পারল না। এই সমবায়ের ১২টি আসনের ৭টিতেই জিতল তৃণমূল। রবিবার সমবায় সমিতির ভোটকে কেন্দ্র করে ছিল টানটান উত্তেজনা। সকাল থেকেই কড়া পুলিশি পাহারায় ভোট চলে। সমবায়ের ভোটার সংখ্যা ছিল ৬১২। বিকেলে ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পরই ফের উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পরাজয় মেনে নিতে না পেরে বাম-রামের জোটের তরফে স্লোগান দিয়ে এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হয়। পাল্টা স্লোগান দেন তৃণমূল সমর্থকরাও। শেষ পর্যন্ত পাঁশকুড়া থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জয়ের আনন্দে তৃণমূল সমর্থকরা সবুজ আবির মাখেন। এলাকায় বিজয় মিছিল হয়। এই সমবায় সমিতিতে ফের তৃণমূলকে আনায় জয়ের পতাকা ওড়ানোর পাশাপাশি ভোটারদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থীরা।

বংশবাটিতে শক্তিবৃদ্ধি তৃণমূলের দলে যোগ বিজেপি বুথ সভাপতির

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : লোকসভা ভোট যতই এগিয়ে আসছে, রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ততই শক্ত হচ্ছে। বিরোধী দলের কর্মীরা দলের প্রতি আস্থা হারিয়ে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন প্রায় রোজই। গত পঞ্চায়েত ভোটে যাঁরা অন্য দলের হয়ে লড়াই করেন তাঁরাই ভুল বুঝতে পেরে মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের প্রতি আস্থা রেখে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। এমনই এক যোগদান সভা হল জঙ্গিপুরের বংশবাটি গ্রাম অঞ্চলের রাতুরী এলাকায়। ছিলেন বংশবাটী অঞ্চল সভাপতি প্রণব দাস, প্রধান অমিত সরকার এবং তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। সভায় তৃণমূলে যোগ দেন বিজেপির বুথ সভাপতি ও কংগ্রেস কর্মীরা। এত মানুষের যোগদান নিয়ে অঞ্চল সভাপতি প্রণববাবু বলেন, তৃণমূলের শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার গেরুয়া শিবির। ওরা তাই স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে পড়েছে। প্রধান বলেন, আগামী দিনে বুথভিত্তিক প্রচার শুরু করব সকলকে নিয়ে।

কাশীপুরে সাধুনিগ্রহের ঘটনায় বিজেপি সাংসদের রাজনীতিতে ক্ষুব্ধ গৌরাঙ্গডি

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : ভাষাগত সমস্যায় ভুল বোঝাবুঝির কারণে ঘটে যাওয়া অনভিপ্রেত কাণ্ড নিয়ে রাজনীতি করায় বিজেপির বিরুদ্ধে ফুঁসছে গৌরাঙ্গডি গ্রাম, ফুঁসছে গোটা কাশীপুর ব্লক। ক্ষুব্ধ স্থানীয় বিজেপি কর্মীরাও। অভিযোগ সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতর দিকে। উত্তরপ্রদেশের বরেলি থেকে আসা তিন সাধু ও তাঁদের সঙ্গীরা হিন্দিতে কথা বলছিলেন। অনেকে তাঁদের অর্থসাহায্যও করেন। তাঁরা কে, কেন এই পথ দিয়ে যাচ্ছেন, কোথায় যাবেন এগুলো তাঁরা নিজেরাই বলেছেন। তাহলে তাঁদের উপর হামলা পূর্বপরিকল্পিত হয় কী করে! সাধুরাও এ-কথা বলেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকার কয়েকজন বিজেপি কর্মী বলেন, সাংসদ পাঁচ বছরে একবারও কাশীপুর আসেননি। দল জানে তাঁর জনসংযোগ তলানিতে। টিকিট পাবেন না বুঝেই ঘটনার দু'দিন পর সাধুদের পাশে দাঁড়ানোর নাটক করে এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছেন তিনি। কাশীপুরের বিজেপি বিধায়ককেও ঘটনার পর দেখা যায়নি। কাশীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক স্বপন বেলথরিয়া বলেন, সাধুরা আক্রান্ত খবর পেয়েই পুলিশ গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে। ধৃত বারোজনের কেউ রাজনৈতিক নেতা নন। সাধুরাও পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেন। তবু বিজেপি জল ঘোলা করতে চাইছে। জেলা তৃণমূল সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া বলেন, ঘটনার দু'দিন পর সাংসদ যেভাবে হাওয়া গরম করেছেন, তাতে সন্দেহ হচ্ছে এর পিছনে তাঁর অনুগামীরাই আছেন কি না।

মকর পরবে মেতে জঙ্গলমহল, আজ টুসুর ভাসানে শেষ

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : রবিবার থেকে জঙ্গলমহলে শুরু হয়েছে মকর পরব। রাঢ় বাংলায় টুসুপুজোকে ঘিরে প্রাচীন জনজাতিগুলির সেরা উৎসব হওয়ায় একে টুসু পরবও বলা হয়। বাড়িতে নতুন ধান ওঠার পর তিনদিন ধরে চলে এই পরব লাল মাটি এলাকায়। কার্যত উৎসবের মেজাজে থাকে ছোটনাগপুর অঞ্চল-সংলগ্ন চার জেলার মাহাতো, সান্তাড়, ভূমিজ, মুন্ডা, লোধা-শবর জনগোষ্ঠীর মানুষ। রবিবার টুসু জাগরণের রাত থেকে ঘরে ঘরে বিভিন্ন রকমের পিঠে-পুলি তৈরির ধুম পড়ে যাবে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার হাটবাজারগুলিতে চৌডল এবং টুসুপ্রতিমা বিক্রি হচ্ছে। এই প্রতিমা নিয়ে তিনদিন ধরে চলে টুসু গান। টুসুকে মাথায় নিয়ে গান এবং করতাল ও মাদলের তালে তালে বাসিন্দারা নাচেন। বাড়ির ছেলেমেয়েরা যেহেতু মকর সংক্রান্তির দিন সকালে স্নান করে নতুন জামাকাপড় পরে, তাই পোশাকের দোকানগুলিতেও ভালই ভিড়। এই পরবে বিভিন্ন এলাকায় চলে মোরগ লড়াই এবং মকরমেলা। আজ, সংক্রান্তির দিন সকালে মকরডুব দিয়ে পিঠে খাওয়ার পর নতুন জামাকাপড় পরে মেলায় যাবেন গ্রামবাংলার মানুষ। মেলায় চৌডলে বসানো টুসু প্রতিমার প্রদর্শনীও হবে। বিকেলে নদী বা জলাশয়ে হবে টুসুমণির ভাসান।

বীরভূমে ধরাশায়ী অশুভ জোট

নলহাটিতে জয়ের পর তৃণমূল নেতা-কর্মীদের জমায়েত।

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : নলহাটি কৃষি সমবায় ও রামপুরহাট কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের ভোটে একচেটিয়া জয় পেল তৃণমূল। ধরাশায়ী হয়েছে রাম-বাম-কং অশুভ জোট। নলহাটির লোহাপুর কৃষি সমবায় ব্যাঙ্কে বিপুল ভোটে জয়ী তৃণমূলের তিন প্রার্থী। ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান আবু জাহের রানা জানান, জয় পেয়েছেন আবুল বাসার, শ্রীমন্ত কুমার মাল ও সুব্রত বাগ। মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ৮৮০, তার মধ্যে ভোট দেন ৫৪৬ জন। তিনশোরও বেশি ভোটে জিতেছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। রবিবার একইদিনে ভোটগ্রহণ ও গণনা হয়। অন্যদিকে, রামপুরহাট কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের নির্বাচনে ৪১ জন তৃণমূল প্রার্থীই জিতেছেন বলে জানান চেয়ারম্যান ত্রিদিব ভট্টাচার্য।

লক্ষ্যে অবিচল থেকেই মিস ট্রান্সইন্ডিয়া রুদ্রাক্ষী

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : একদিন যারা পাশে থাকেনি আজ তারাই শুভাকাঙ্ক্ষী। সকলের শুভকামনায় এসেছে সাফল্য। জানালেন কানপুরে আয়োজিত মিস ট্রান্সইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ২০২৪-এর বিজয়ী রায়গঞ্জ শহরের রূপান্তরকামী রুদ্রাক্ষী ঝাঁ। ছোট্ট শহর রায়গঞ্জের মহারাজা হাট এলাকার বাসিন্দা রুদ্রাক্ষী রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সেমিস্টারের পড়ুয়া। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম হলেও ছোট থেকেই মডেলিংয়ে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল প্রবল। সেই লক্ষ্যকে অনুসরণ করেই আজ এই সাফল্য। রুদ্রাক্ষী জানান, ৭ জানুয়ারি কানপুরে বসেছিল মিস ট্রান্সইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতার আসর। সেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অংশ নিয়েছিলেন ৪৬ জন। উইনার হন তিনিই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কংগ্রেস ছাড়লেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা মুম্বইয়ের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ মিলিন্দ দেওরা। যোগ দিচ্ছেন বিজেপির সহযোগী একনাথ শিন্ডে গোষ্ঠীর সঙ্গে। বিষয়টি নিয়ে 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' শুরুর আগে রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি

মোদি জমানায় মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের মৃত্যু

তথ্য দিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরল তৃণমূল

মোদি জমানায় অরাজকতার বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার।

প্রতিবেদন : মোদি জমানায় প্রতি মুহূর্তে ধ্বংস করা হচ্ছে মানবাধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিসর। দেশের নানা প্রান্তে পরিকল্পিত উসকানি ও সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা তৈরি করে বিভেদের বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সমাজে। বিশেষত বিজেপি রাজ্যগুলির হাল ভয়ঙ্কর। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি থেকে নারীনিগ্রহ, দলিত-সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন, ধর্মীয় ফতোয়া জারি; বাদ নেই কিছুই। মানবাধিকার লঙ্ঘন, বাক-স্বাধীনতার উপর আক্রমণ ও নির্যাতন সহ একাধিক ইস্যুতে তথ্য-পরিসংখ্যান তুলে ধরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তীব্র রাজনৈতিক বিরোধিতা ও কটাক্ষ করল তৃণমূল কংগ্রেস। নরেন্দ্র মোদির শাসনকালে ভারতে নির্যাতন ও হত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, জনগণের বাক-স্বাধীনতা দমন, সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত হিংসার পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিজেপিকে আক্রমণ শানিয়েছে বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।

বিজেপিকে আক্রমণ করে তৃণমূলের অভিযোগ, দেশে বিজেপি শাসনে পুলিশি হেফাজতে মোট ১২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা চরম উদ্বেগের। এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভয়াবহ অবস্থার সূচক। পাশাপাশি বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকাকালীন ১৬৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এই মোদি জমানায়। এছাড়াও ৫৫টি বিচারবিভাগ বহির্ভূত মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

দেশে বাক-স্বাধীনতার পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তৃণমূল। বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের অভিযোগ, বিরোধী দল ও সাংবাদিকদের বেছে বেছে 'টার্গেট' করছে বিজেপি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মেটাতে বিরোধীদের মিথ্যা মামলায় হেনস্থা করা মোদি জমানায় রুটিন কাজে পরিণত হয়েছে। মহিলাদের উপর আক্রমণ ও নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে চলেছে এই জমানায়। অপরাধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কীভাবে বিজেপি সরকার ধর্ষক ও খুনিদের রক্ষা করে তা বিলকিস বানো মামলাতেই ফাঁস করে দিয়েছে দেশের সুপ্রিম কোর্ট। নারীর উপর অত্যাচার দেখেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কীভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে তার প্রমাণ বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণের ইস্যু। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে পদকজয়ী সোনার মেয়েদের উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠার পরেও নির্বিকার মোদি সরকার। মহিলাদের অবমাননা আর নিগ্রহকারীদের সমর্থন এই জমানার পরিচিত ছবি। এর পাশাপাশি বিজেপির শাসনে দেশে যে সাম্প্রদায়িক হিংসা ও জাতিগত দাঙ্গার ঘটনা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে তার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি শাসনকালেই হরিয়ানায় নূহতে হিংসার ঘটনা ঘটেছে। যেখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা মেটানোর মনোভাব নিয়ে বহু সংখ্যালঘু পরিবারের উপর দমন-পীড়ন ও প্রতিশোধ নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সংখ্যালঘু এলাকার মানুষদের বিপুল সম্পত্তি নষ্ট ও সংখ্যালঘুদের মানুষদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে বিজেপি। কেন্দ্রে বিজেপি শাসনকালেই মাসের পর মাস ধরে অশান্ত বিজেপিশাসিত রাজ্য মণিপুর। জাতিগত হিংসা, খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, লুঠপাট, উচ্ছেদ, গির্জায় অগ্নিসংযোগ-সহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের অসংখ্য ঘটনা হয়ে চলেছে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে। মণিপুরের হিংসায় ২০০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত, বাড়ি-ঘর, গির্জা সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বিজেপি জমানায়। তৃণমূলের অভিযোগ, দেশজুড়ে এমনই অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়ে দশবছর ধরে স্বৈরাচারী, সাম্প্রদায়িক সরকার চালাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি।

শীর্ষে যোগীরাজ্য, অনিয়মের অভিযোগে নোটিশ

প্রতিবেদন : তিনমাস ধরে দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে অধ্যাপকদের হাজিরা ৭৫ শতাংশের কম। এইভাবে চলতে থাকলে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ভর্তি স্থগিত রাখতে হবে। উদ্বেগ প্রকাশ করল ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন। কমিশনের আধিকারিকদের তরফে জানানো হয়েছে, আধারভিত্তিক বায়োমেট্রিক তথ্য থেকে অধ্যাপকদের কম হাজিরার বিষয়টির নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে দেশের অর্ধেকের বেশি মেডিক্যাল কলেজকে নোটিশ পাঠিয়েছে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন।

হাজিরা সংক্রান্ত অনিয়মের ইস্যুতে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড এবং পাঞ্জাবের অর্ধেকের বেশি মেডিক্যাল কলেজকে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এই বিষয়ে শীর্ষে রয়েছে বিজেপির ডবল ইঞ্জিনের রাজ্য উত্তরপ্রদেশ।

উত্তরপ্রদেশের ৬৮টি মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে ৬৫টি মেডিক্যাল কলেজকেই নোটিশ পাঠানো হয়েছে। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশই এমন একটি রাজ্য, যেখানে বেশিরভাগ মেডিক্যাল কলেজের কোনও অধ্যাপক বা কর্মীদের কোনও হাজিরার রেকর্ড নেই। বিজেপি শাসিত অন্যতম আরেকটি রাজ্য মধ্যপ্রদেশের ২৭টির মধ্যে ২০টি মেডিক্যাল কলেজে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। কর্নাটক এবং কেরলের মতো রাজ্যেও অর্ধেকের কাছাকাছি মেডিক্যাল কলেজে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের তরফে জারি করা নোটিশে বলা হয়েছে, সমস্ত মেডিক্যাল কলেজে যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধ্যাপক নিয়োগ করতে হবে। যদি কোনওভাবে এই প্রয়োজন না মেটানো সম্ভব না হয়, তাহলে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভর্তি স্থগিত রাখতে হবে। এই নিয়ে দুই শিক্ষাবর্ষে দেশের শতাধিক মেডিক্যাল কলেজকে নোটিশ পাঠাল ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন। অধ্যাপকের সংখ্যার ঘাটতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, বেশিরভাগ মেডিক্যাল কলেজকে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে পড়ুয়া ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নাহলে পুরো মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে । যেখানে মেডিক্যাল কলেজ সবচেয়ে বেশি ১০ শতাংশ ঘাটতি মেনে নেয়, সেখানে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এমন কোনও সরকারি মেডিক্যাল কলেজ নেই যেখানে ঘাটতি ২০ থেকে ৩০ শতাংশের নিচে রয়েছে। ডাক্তারি পঠনপাঠনে অব্যবস্থার চিত্রটা এতেই স্পষ্ট।

মেডিক্যাল কলেজে হাজিরা

গাঁজা ব্যবসা পারিবারিক

(প্রথম পাতার পর)

রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ও দেবাংশু ভট্টাচার্য সেই প্রশ্নই তুলে দিলেন। দেবাংশু বললেন, বিজেপি একটা গাঁজাখোর দলে পরিণত হয়েছে। আর শুধু তো নিমাই রায় নয়, কলকাতার বিজেপি নেত্রী পামেলা গোস্বামী থেকে পাঞ্জাবের বিজেপি নেতা পরশুরাম সোধি, সবারই মিলেছে মাদক-যোগ। হেরোইন-সহ ধরা পড়েন পামেলা গোস্বামী, গাঁজা-কাণ্ডে ধৃত পরশুরাম। তিনি আবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। আবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাড়ির অঞ্চল কোচবিহারের ভ্যাটাগোড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গাঁজার চাষেও বিজেপি-যোগ সামনে আসে। পামেলা গোস্বামী আবার ধরা পড়ে বলেছিলেন বিজেপির পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয়-ঘনিষ্ঠ রাকেশ সিং তাঁকে ফাঁসিয়েছে। এখন ধৃত নিমাই রায় বলছে বিজেপি নেতারাই তাকে ফাঁসিয়েছে। আসলে বাংলার মাটিতে বিজেপি চলছে গাঁজার উপর ভিত্তি করে। গাঁজা বিজেপির ভিত্তি, আর কোকেন ভবিষ্যৎ।

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, বংশপরম্পরায় গাঁজার ব্যবসা চলছে— নিজে মুখে ফলাও করে ধৃত নেতা তা জানানোর পর খতিয়ে দেখতে হবে গাঁজার ব্যবসায়ীর সঙ্গে কতটা ভাব, কতটা প্রভাব রয়েছে গদ্দারের। গদ্দার অধিকারীর সঙ্গে গাঁজা ব্যবসায়ী বিজেপি নেতা নিমাই রায়ের ছবি পাওয়া গিয়েছে। ছবি মিলেছে দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার, রাহুল সিনহা, স্বপন দাশগুপ্তদের সঙ্গেও। তাহলে কি গোটা বিজেপি দলটাই গাঁজা-কাণ্ডে সম্পৃক্ত? এই ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেন তিনি। গদ্দারের ব্লাড টেস্ট করার দাবিও তোলেন। তাঁর কথায়, বিজেপি তো ছবি নিয়ে বড় বড় কথা বলে, গাঁজা ব্যবসায়ী নেতার সঙ্গে যাদের ছবি পাওয়া গিয়েছে, তাদের সবাইকে এই মামলায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তারা কোন দিক থেকে লাভবান হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে হবে।

সাঁকরাইলের কান্দুয়ায় বিজেপি নেতা-নেত্রীর বাড়ি থেকে পাহাড়প্রমাণ গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় ধৃত নিমাই রায় ও তার দুই শাগরেদ সত্যদেও সাহানি ও আনোয়ারা বেগমকে হাওড়া আদালতে পেশ করা হয় রবিবার। ধৃত তিনজনের বিরুদ্ধেই মাদকবিরোধী একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। তাদের একদিনের জন্য জেল হেফাজত দেওয়া হয়েছে। সোমবার এনডিপিএস কোর্টে এই মামলার শুনানি হবে।

দেশ বিদেশ

15 January, 2024 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কলম্বিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে রে-চোকো অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে ভয়ংকর ভূমিধসের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৩৪ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা। শুক্রবার কুইবদো ও মেদেলিন শহরের সংযোগকারী পার্বত্য এলাকার সড়কে এই ভূমিধস হয়

দ্বন্দ্বের মাঝেই ভোটে হারল মুইজ্জুর দল

প্রতিবেদন : ভারতের সঙ্গে চলতি কূটনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুর বড় ধাক্কা। মালদ্বীপের রাজধানী মালের মেয়র নির্বাচনে পরাজিত হল মুইজ্জুর দল পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস (পিএনসি)। মেয়র নির্বাচনে জয়ী হয়েছে ভারতপন্থী মালদ্বীপ ডেমোক্রেটিক পার্টি (এমডিপি)। এমডিপি প্রার্থী অ্যাডাম আজিম মালের নতুন মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। এমডিপি প্রধান মালদ্বীপের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম সোলিকে পরাজিত করে সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন মুইজ্জু।

উল্লেখ্য, এমডিপি নেতা অ্যাডাম

মালের মেয়র নির্বাচনে ভোট

যে পদে নির্বাচিত হলেন, সেই পদেই দীর্ঘ সময় ধরে ছিলেন মুইজ্জুও। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার আগে মেয়র পদ থেকে তিনি ইস্তফা দেন। এবার সেই পদেই ভারতপন্থী অ্যাডাম মেয়র হিসাবে বিপুল ভোটে জয় পেলেন। অ্যাডাম তাঁর নিকটতম প্রতিযোগীর থেকে পাঁচ হাজার ভোট বেশি পেয়েছেন।

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লাক্ষাদ্বীপ সফরকে নিয়ে মালদ্বীপের মন্ত্রীদের মন্তব্যর পর 'বয়কট মালদ্বীপ' ডাক দিয়েছেন অনেকে। এরপরই মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু চিন সফর থেকে ফিরে বলেন, হতে পারি আমরা ক্ষুদ্র, কিন্তু তাই বলে কাউকে চমকানোর ছাড়পত্র দিয়ে দিইনি আমরা। প্রেসিডেন্টের এই হুঁশিয়ারিতে ভারত-মালদ্বীপ বিতর্ক আরও বাড়ল বলেই মনে করা হচ্ছে।

দু'মাসের মধ্যেই ভারতীয় সেনাকে ছাড়তে হবে মালদ্বীপ

প্রতিবেদন : চিন সফর সেরে ফিরেই একের পর এক হুঙ্কার মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুর। ভারতের সঙ্গে চলতি টানাপোড়েনের মধ্যে চিনঘনিষ্ঠ মালদ্বীপ প্রেসিডেন্টের একের পর এক মন্তব্য কূটনৈতিক সম্পর্কে উত্তেজনা আরও বাড়াবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। সর্বশেষ ভারতীয় সেনাদের মালদ্বীপ ছাড়ার সময়সীমা বেঁধে দিলেন প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু। রীতিমতো দু'মাসের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে আগামী ১৫ মার্চের মধ্যে ভারতীয় সেনাকে মালদ্বীপ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশ দিলেন প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু

এর আগে কূটনৈতিক স্তরে মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু চিন থেকে ফিরেই খোদ প্রেসিডেন্ট যেভাবে দু'মাসের সময়সীমা জারির কথা নিজে বললেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই নির্দেশের পিছনে চিনের 'হাতযশ' দেখছে নয়াদিল্লি। রাজনৈতিক মহলের মতে, খোদ মালদ্বীপ প্রেসিডেন্টের নানা মন্তব্যই বুঝিয়ে দিচ্ছে, ভারতের সঙ্গে এতদিন চলে আসা গভীর সম্পর্কের চালচিত্রে পরিবর্তন আনতে চান তিনি। বরং তাঁর নির্ভরতা যে অনেক বেশি বেজিংয়ের উপর, তা প্রতি পদক্ষেপে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। এমনকী সচেতনভাবে এমন সব মন্তব্য মুইজ্জু করছেন যা আপাতভাবে ভারতবিরোধী ভাষ্য তৈরির সহায়ক। এর আগে কূটনৈতিক স্তরে সেনা সরিয়ে দেওয়ার জন্য ভারতকে আর্জি জানিয়েছিল মালদ্বীপ। এবার সরাসরি 'নির্দেশ' দিলেন প্রেসিডেন্ট। মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের মুখ্যসচিব আবদুল্লাহ নাজিম ইব্রাহিম এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানিয়ে দিয়েছেন। ইব্রাহিম জানিয়েছেন, দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ককে ঠিকঠাক রাখার জন্য ভারতীয় সেনাকে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ও গণতান্ত্রিক উপায়ে চলে যেতে হবে। চিন সফরের পরেই ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট। শনিবার কোনও দেশের নাম না করেই হুঁশিয়ারির সুরে জানিয়েছিলেন, আমরা ছোট দেশ হলেও কাউকে ধমকানোর ছাড়পত্র দেয়নি আমাদের সরকার। ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার নিয়ে এপর্যন্ত দ্বাদশ বৈঠক হয় দু'দেশের কূটনৈতিক পর্যায়ে। এদিকে প্রেসিডেন্ট মুইজ্জুর সচিবালয়ের শীর্ষ আধিকারিক আবদুল্লা নাজিম ইব্রাহিম সে-দেশের এক সংবাদপত্রকে বলেছেন, ভারতীয় সেনারা মালদ্বীপে থাকতে পারবেন না। কারণ এটাই প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু এবং তাঁর সরকারের সিদ্ধান্ত।

বাম মুখ্যমন্ত্রীর কন্যার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত কমিটি গঠন

প্রতিবেদন : বড় দুর্নীতির অভিযোগ উঠল কেরলের বাম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তথা শীর্ষ সিপিএম নেতা পিনারাই বিজয়নের মেয়ে টি বীণার বিরুদ্ধে। তাঁর মালিকানাধীন সংস্থা এক্সালজিকের মাধ্যমে বেআইনি লেনদেন ও আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ। শুক্রবার রাতে এই দুর্নীতির ইস্যুতে তিন সদস্যের একটি দলকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক।

কেরল

বীণার কোম্পানির তদন্তের জন্য নিযুক্ত দলটিতে কর্নাটকের ডেপুটি রেজিস্ট্রার বরুণ বি এস, চেন্নাইয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর কে এম শঙ্করনারায়ণ এবং পণ্ডিচেরির রেজিস্ট্রার এ গোকুলনাথ অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। চার মাসের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক। গত ১২ জানুয়ারি জারি করা আদেশ অনুযায়ী, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কোম্পানি আইন ২০১৩-এর ধারা ২০৬ (৪) এর অধীনে এক্সালজিক সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেডের বিরুদ্ধে তদন্ত করে দুর্নীতি সংক্রান্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কেরলে খোদ বাম মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের এই দুর্নীতির ঘটনা সামনে আসতেই সরব হয়েছে বিরোধীরা। পিনারাই বিজয়ন সরকারের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী-কন্যা বীণাকে বেআইনিভাবে আর্থিক লাভ এবং সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ এনেছে বাম বিরোধী দলগুলি। বীণার কোম্পানিকে বেআইনিভাবে অর্থ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। লোকসভা ভোটের আগে কেরলে বাম সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অস্ত্রে শান দিচ্ছে কংগ্রেস ও বিজেপি। কথায় কথায় অন্য দলের দিকে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সরব হওয়া বাম নেতারা কেরলে নিজেদের সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় তুমুল অস্বস্তিতে পড়েছেন।

এবার শঙ্করাচার্যদের অপমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর!

প্রতিবেদন : অসম্পূর্ণ রামমন্দির ভোটের আগে তড়িঘড়ি উদ্বোধনের জন্য মোদি সরকারের সমালোচনা করায় এবার শঙ্করাচার্যদের অপমান করলেন বিজেপির মন্ত্রী। অযোধ্যার

রামমন্দির বিতর্ক

রামমন্দির উদ্বোধনে যাচ্ছেন না দেশের চার শঙ্করাচার্য। এই উদ্বোধন অশাস্ত্রীয় বলে মত তাঁদের। অভিযোগ উঠেছে, মন্দির উদ্বোধনের নামে রাম নামের অপমান করা হচ্ছে এবং হিন্দু ধর্মকে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। সনাতন ধর্মের অবমাননা করা হচ্ছে অভিযোগ তুলে যখন দেশের শঙ্করাচার্যরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি তখন তাঁদের বিরুদ্ধে কুৎসা- অপপ্রচারের রাজনীতি শুরু করে দিল বিজেপি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানে সরাসরি হিন্দু ধর্মের জন্য শঙ্করাচার্যদের অবদান নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন। গোটা বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরই সমাজতাত্ত্বিক ও হিন্দু ধর্মের বিশ্লেষকরা বলছেন, অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন নিয়ে ক্রমাগত মোদি সরকারের দম্ভ ও অসহিষ্ণুতার ছবিটাই ফুটে উঠছে।

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে শুরু করেছে গেরুয়া শিবির। রামকে সামনে রেখে ক্ষমতা ধরে রাখাই তাদের ছক। হিন্দুত্বের ধ্বজা ধরে ভোট বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টায় আগামী ২২ জানুয়ারি তড়িঘড়ি অসম্পূর্ণ রামমন্দির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। আর এতেই সনাতন ধর্মের নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলছেন শঙ্করাচার্যরা। উত্তরাখণ্ডের জ্যোতিষপীঠের শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী জানিয়েছেন, চার শঙ্করাচার্য সেদিন উপস্থিত থাকবেন না। কারণ সনাতন ধর্মের নিয়ম এই অনুষ্ঠানে মানা হচ্ছে না। মন্দির পুরোপুরি তৈরি না করেই রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। পুরীর শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতীর দাবি, মোদি সরকারের এই প্রচেষ্টা আসলে কোনও পবিত্র মন্দির নয়, এক সমাধিকে ঘিরে। আর মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা পুরোহিত বা সেবায়েতের কাজ, ওটা প্রধানমন্ত্রীর কাজ নয়। হিন্দু ধর্মের শীর্ষ ধর্মগুরুরা মনে করছেন, মোদিই থাকবেন অনুষ্ঠানের কেন্দ্রে। তা নিয়েই রাজনৈতিক প্রচার চলবে। এর ফলে সনাতন শাস্ত্রের দিকটি অবহেলিত হবে। কেন্দ্রের পদক্ষেপের সমালোচনা করতেই পাল্টা শঙ্করাচার্যদের তোপ দেগে আসরে নামেন পদ্ম শিবিরের নেতারা। মহারাষ্ট্রের পালঘরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানে বলেন, ওঁদের মন্দিরকে আশীর্বাদ করা উচিত নাকি সমালোচনা করা উচিত? এর মানে হল শঙ্করাচার্যরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। এই মন্দির রাজনীতির ভিত্তিতে নয়, ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি। রাম আমাদের ভগবান। এরপরই রানের কটাক্ষ, এই শঙ্করাচার্যরা বলুন হিন্দুধর্মের জন্য ওঁদের অবদান কী? বিজেপি মন্ত্রীর এই উদ্ধত মন্তব্যে নিন্দার ঝড় উঠেছে সর্বত্র।

সন্তানের মৃত্যুর পরও থানার ভিতর স্বামীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া সূচনার

প্রতিবেদন : একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর পরেও কোনও হেলদোল নেই মায়ের! সবেমাত্র এক সপ্তাহ হয়েছে শিশুসন্তানের মৃত্যুর। অভিযোগ, সন্তানকে খুন করেছেন তিনিই। নেপথ্যের কারণ স্বামীর সঙ্গে তীব্র বিবাদ ও বিবাহবিচ্ছেদের মামলা। সন্তানের মৃত্যুর পর পুলিশি হেফাজতেও একই ছবি। তদন্তের প্রয়োজনে থানায় আসা স্বামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে রণংদেহী মেজাজে সূচনা শেঠ। সন্তানশোক তো দূরঅস্ত, বিবাহবিচ্ছেদ মামলা ও স্বামীর সঙ্গে অশান্তি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি। মাত্র ১৫ মিনিটের সাক্ষাৎকার পর্ব থাকল নজিরবিহীন অশান্তির সাক্ষী হয়ে। হতবাক তদন্তকারীরাও।

গোয়ার কালাংগুটে বিচ থানায় বয়ান রেকর্ডের জন্য পৌঁছন স্টার্টআপ সংস্থার সিইও সূচনা শেঠের স্বামী ভেঙ্কট রামন। সেখানেই স্বামী-স্ত্রীকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। সন্তানের মৃত্যুর জন্য সেখানেই স্ত্রীর উপর ক্ষোভ উগরে দেন ভেঙ্কট রামন। তিনি প্রশ্ন করেন, কেন একমাত্র সন্তানের সঙ্গে এমন করলেন সূচনা? উত্তরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সূচনা। তিনি বারবার সন্তানের মৃত্যুর জন্য স্বামীকে দায়ী করতে থাকেন। আর তাতেই

পরস্পর দোষারোপের পালা শুরু হয়ে যায়। সেখানে কোথাও সন্তানকে খুন করার কথা স্বীকার করেননি সূচনা। উপরন্তু স্বামীর ওপর সন্তান মৃত্যুর দায় চাপান তিনি।

গোয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর থেকে সূচনা একবারও সন্তানকে খুনের কথা স্বীকার করেননি। বারবার দাবি করছেন, তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুম থেকে উঠে সন্তানকে মৃত দেখেন। শনিবার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করার সময়ও তাঁর সেই বয়ানের এতটুকু বদল হয়নি। ইতিমধ্যেই একাধিকবার খুনের তদন্তে পুলিশকে অসহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে সূচনার বিরুদ্ধে। ভুল তথ্য পরিবেশনেরও অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশের কাছে বয়ান রেকর্ড করতে এসে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেননি ভেঙ্কট রামন। তাঁর আইনজীবী জানান, তীব্র সন্তানশোকে কথা বলার মতো অবস্থায় নেই তিনি। তবে পুলিশকে তিনি সূচনাকে সন্তানমৃত্যুতে দায়ী করে একাধিক কারণ তুলে ধরেন। একবছর ধরে যে বিবাহবিচ্ছেদ মামলা চলছে তাতে আদালতের নির্দেশে সপ্তাহে একদিন সন্তানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিয়েছিল। এই নির্দেশেই ক্ষিপ্ত ছিলেন সূচনা। টানা পাঁচ সপ্তাহ ছেলের সঙ্গে দেখা করতে দেননি বাবাকে। ৭ জানুয়ারি দেখা করার দিন ছিল। যার আগে ৬ জানুয়ারি ছেলেকে খুন করেন বলে নিজের অনুমানের কথা পুলিশকে জানান ভেঙ্কট।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১২ জানুয়ারি সাউথ হাওড়া বিবেকানন্দ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পালন করা হয় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্টজন

খোলা হাওয়া

প্রজ্ঞা আন্তর্জাতিক সম্মান

» ৭ জানুয়ারি, দক্ষিণ কলকাতার নিরঞ্জন সদনে তাপসকুমার পাল অ্যাকাডেমি আয়োজিত ১০ম বার্ষিক অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের হাতে তুলে দেওয়া হয় 'প্রজ্ঞা আন্তর্জাতিক সম্মান'। শুরুতেই অতিথিদের নৃত্যের মাধ্যমে বরণ করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বেহালা সম্রাট পণ্ডিত ভি জি যোগ-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন অতিথিরা। এরপর প্রজ্ঞা পুরস্কার প্রাপক বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাহিত্যিক ও সঙ্গীত শিল্পী অধ্যাপক কালাম মাহমুদ প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। তাঁর পাশাপাশি পুরস্কৃত করা হয় পণ্ডিত অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত প্রতাপকুমার চক্রবর্তী, পণ্ডিত সমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত এস হরিহরণকে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাপসকুমার পালের লেখা সঙ্গীতের আনাচে কানাচে সিরিজের প্রথম বই 'লকডাউনে লকার ভেঙে পেলাম'-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত। পরিবেশিত হয় গান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক ড. শুভাশিস বসু।

জাতীয় কবিতা উৎসব

» জাতীয় কবিতা পরিষদের উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পর্যটন কেন্দ্র নিউ দিঘা ও সেন্ট্রাল কলকাতার নলিনী গুহ সভাঘরে এক যোগে অনুষ্ঠিত হল জাতীয় কবিতা উৎসব। দুটি উৎসবে শতাধিক কবি কবিতা পাঠ করেন এবং দিঘাশ্রী সম্মান পান। আমেরিকা থেকে আসেন কবি তনুশ্রী ভট্টাচার্য এবং ইতালি থেকে আসেন কবি বিপুলবিহারী হালদার, দুবাই থেকে আসেন কবি সপ্তদ্বীপা অধিকারী, বাংলাদেশ থেকে আসেন কবি তৌহিদুল ইসলাম কনক, কানাডা থেকে আসেন শিশু সাহিত্যিক বাদল ঘোষ প্রমুখ। ছয় দেশের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে জমে ওঠে জাতীয় কবিতা উৎসব। পৌরোহিত্য করেন কবি অরুণকুমার চক্রবর্তী ও কবি কমল দে শিকদার। সম্মাননীয় অতিথি কবি ছিলেন অশোক রায়চৌধুরী, পঙ্কজ সাহা। সাকিল আহমেদ সম্পাদিত ১৫০ কবির কবিতা নিয়ে আইসক্রিম সংকলনের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন সাংসদ আহমদ হাসান ইমরান। সমগ্র অনুষ্ঠানে সঞ্চালনায় ছিলেন কবি কাজল চক্রবর্তী, সৌমিত বসু, রিতা বেরা পাল।

ত্রিভুজের চতুর্থ কোণ

» প্রকাশিত হল সাহিত্যিক দীপান্বিতা রায়ের পঞ্চাশতম বই 'ত্রিভুজের চতুর্থ কোণ'। প্রকাশ করেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমকালীন আরও চার সাহিত্যিক সৈকত মুখোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, জয়ন্ত দে এবং জয়দীপ চক্রবর্তী। এটা লেখিকার প্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লেখা গোয়েন্দা উপন্যাসের সংকলন। লেখিকা নিজেই জানালেন যে একেবারে অন্য ধরনের একটি গোয়েন্দা চরিত্রকে তিনি পাঠকদের সামনে আনার চেষ্টা করেছেন। তাঁর গোয়েন্দা মেঘনাদ বসু পেশায় সাহিত্যিক। তিনি মোটেই গোয়েন্দা গল্প লেখেন না। ছোটবেলার বন্ধু যিনি এখন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের শীর্ষে রয়েছেন, তাঁর অনুরোধে মাঝে মাঝে রহস্যের গভীরে ডুব দেন। শীতের সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার একটি কফিশপে চা এবং অনুপান সহযোগে দিব্যি জমে উঠেছিল সাহিত্যের আড্ডা। দীপান্বিতার পঞ্চাশতম বই-এর উদ্বোধন উপলক্ষে বাংলা সাহিত্যেরই নানা দিকে আলো ফেললেন সমকালীন সাহিত্যিকরা।

একতা ও বৈচিত্রের উদযাপন

» প্রতিষ্ঠাদিবস উদযাপন উপলক্ষে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল 'একম', যার মূল লক্ষ্য ছিল উৎসবের আবহে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের একতা বৃদ্ধি করা। অ্যাডামাস নলেজ সিটির অ্যাডামাস ওয়ার্ল্ড স্কুলের মাঠে শুরুতেই কুচকাওয়াজে পা মেলান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ১০টি স্কুলের পড়ুয়ারা। শ্রেষ্ঠদের হাতে কুচকাওয়াজ শেষে তুলে দেওয়া হয় পদক। পতাকা উত্তোলন শেষে উপস্থিত সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর সমিত রায়। এরপর মশাল প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানে তাঁর পাশাপাশি অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর সুরঞ্জন দাস ও বিভিন্ন বিভাগের ডিনেরা প্রতিষ্ঠাদিবস অনুষ্ঠানের মূল বিষয়বস্তু ছিল বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। সেখানে তুলে ধরা হয় দেশের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ প্রান্ত ছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন ধারা ও রীতিনীতি। অনুষ্ঠিত হয় ভিন্ন স্বাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয় ভারতের বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি ও বৈচিত্র।

মিঠে শীতের মধুর ওমে কবিতা

» নানান পত্রিকার ভিড়েও নিয়মিত বেরোচ্ছে 'কবিতা কোণ'। ৩০ ডিসেম্বর নবদ্বীপের পুরাতত্ত্ব পরিষদের হলঘরে ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির দশম বর্ষ উদযাপিত হল। সম্পাদক তপন ভট্টাচার্যের উদ্যোগে এই বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কবিসম্মেলন ও কবিবরদের সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে মুকুল ভট্টাচার্য, সুশান্ত ভট্টাচার্য, চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিপ্লব কর্মকার, শঙ্খ সেনগুপ্ত ও গৌতম হেঁস সংবর্ধিত হলেন। কবিগণ তাঁদের অনুভূতি প্রকাশের পাশাপাশি কবিতা ও কবিতাকেন্দ্রিক উন্মাদনার উপযোগিতা নিয়ে কথা বলেন। তার পর মিঠে শীতের মধুর ওম নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের ২৪ জন কবি তাঁদের লেখা কবিতা পাঠ করেন। সব মিলিয়ে শ্রোতা-দর্শকদের উন্মাদনা ছিল দেখার মতো।

মনোজ্ঞ সাহিত্য অনুষ্ঠান

» রবিবার কলকাতার নলিনী গুহ সভাঘরে মেদিনীপুর জেলা সাহিত্য আকাদেমির উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক মনোজ্ঞ সাহিত্য অনুষ্ঠান। আলোচনাসভার পাশাপাশি ছিল কবিতা পাঠ। প্রকাশিত হয় কয়েকটি বই। পুরস্কৃত করা হয় কবি অলোক বিশ্বাসকে। উপস্থিত ছিলেন সুনীল মাজি, রাখহরি পাল, ভবেশ বসু, সৌমিত বসু, তাপস রায়, বৃন্দাবন দাস, অদীপ ঘোষ, গৌতম হাজরা, অমিত কাশ্যপ, মধুসূদন দরিপা, রাজীব ঘাঁটি, বিরুপাক্ষ পণ্ডা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন পার্থসারথি গায়েন।

যুব পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

» ১২ জানুয়ারি ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। সর্বত্র পালিত হয়েছে জাতীয় যুব দিবস। ওইদিন কলকাতার রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে প্রদান করা হয় সাহিত্য অকাদেমি যুব পুরস্কার। উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য অকাদেমির সভাপতি মাধব কৌশিক, সহ-সভাপতি কুমুদ শর্মা, সচিব কে শ্রীনিবাসরাও, কবি সুবোধ সরকার প্রমুখ। বাংলা ভাষার জন্য এই পুরস্কার পেলেন হামিরউদ্দিন মিদ্যা। ১৩ জানুয়ারি কলকাতার সাহিত্য অকাদেমি সভাঘরে সারা দেশের বিভিন্ন ভাষার যুব পুরস্কার প্রাপকরা বক্তব্য রাখেন।

চিত্র প্রদর্শনী

» কচিকাঁচা ও তরুণ শিল্পীদের নিয়ে বারাসত চিত্রকলা আর্ট গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল চিত্র প্রদর্শনী 'রঙের মরশুম'। শনি ও রবিবার দু'দিন এই প্রদর্শনীতে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। খুদে শিল্পীদের নিয়ে চিত্র প্রদর্শনী বিরল, আর এখানেই শিল্পীগোষ্ঠীটি অনন্য। খুদে শিল্পীদের নিয়ে প্রদর্শনী সচরাচর চোখে পড়ে না। এইরকম উদ্যোগ ছোটদের উৎসাহিত করবে।

ফক্স ক্রিকেটের ধারাভাষ্যকার ব্রায়ান লারা অ্যাডিলেড টেস্টের আগে ক্যারিবিয়ান দলের মেন্টরও

শেষ মুহূর্তে দিমিত্রিই ত্রাতা

মোহনবাগান ২ (জেরেমি-আত্মঘাতী, দিমিত্রি)
হায়দরাবাদ ১ (রামলুনচুঙ্গা)

প্রতিবেদন : বিদেশিহীন হায়দরাবাদ এফসির বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট পেতে কালঘাম ছুটল মোহনবাগানের। শেষ পর্যন্ত দিমিত্রি পেত্রাতোসের শেষ মুহূর্তে করা পেনাল্টি গোলে ২-১ ব্যবধানে জিতে মাঠ ছাড়ল সবুজ-মেরুন বাহিনী। আগামী শুক্রবার ডার্বি। তার আগে এই পারফরম্যান্স চিন্তায় রাখছে বাগান সমর্থকদের।

৮৭ মিনিটে পর্যন্ত ০-১ গোলে পিছিয়ে ছিল মোহনবাগান। ৮৮ মিনিটে হেডে বল বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে নিজেদের জালেই জড়িয়ে দেন হায়দরাবাদের জেরেমি। এরপর ৯০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে জয়সূচক গোল করেন দিমিত্রি। ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট ৮৩ মিনিটে হায়দরাবাদের অধিনায়ক নিম দোরজির লাল কার্ড। দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে নিম মাঠ ছাড়তেই ভেঙে পড়ে হায়দরাবাদের যাবতীয় প্রতিরোধ।

এদিন শুরু থেকেই ছন্নছাড়া ফুটবল খেলেছে মোহনবাগান। ৭ মিনিটেই গোল হজম। নিজেদের বক্সে আচমকা গোলকিপার অর্শ আনোয়ারকে ব্যাকপাস করে বসেন ব্রেন্ডন হ্যামিল। সেই বল

■ পেনাল্টি থেকে গোল করছেন দিমিত্রি।

অর্শের হাত থেকে ছিটকে বেরোতেই ফাঁকা গোলে বল ঠেলে দেন হায়দরাবাদের রামলুনচুঙ্গা। পিছিয়ে পড়ার পরেও মোহনবাগানের খেলায় কোনও উন্নতি হয়নি। বরং প্রথমার্ধে পরিকল্পনাহীন ফুটবল খেলেছেন হুগো বুমোস, দিমিত্রি, জেসন কামিন্সরা। গোল শোধ করা দূরের কথা, উল্টে বিরতির ঠিক আগে দ্বিতীয় গোল হজম করা থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যায় মোহনবাগান। এবার রামলুনচুঙ্গার জোরালো শট কর্নারের বিনিময়ে সেভ করেন অর্শ।

দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য দিমিত্রিদের খেলায় উন্নতি হয়। ৫৪ মিনিটে সুহেল ভাট ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে পারেননি। কিছুক্ষণ পরেই রাজ বাসফোরের জোরালো শট কোনওরকমে বাঁচান হায়দরাবাদ গোলকিপার লক্ষ্মীকান্ত কাট্টিমনি। এর আগে দিমিত্রির ফ্রি-কিকও তিনি অনবদ্য দক্ষতায় সেভ করেছিলেন। একটা সময় মনে হয়েছিল ম্যাচটা হেরেই মাঠ ছাড়তে হবে মোহনবাগানকে। ঠিক সেই সময়ই নিম দোরজির লাল কার্ড ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ১০ জনের হায়দরাবাদ আর দিমিত্রিদের রুখতে পারেনি। ৮৮ মিনিটে আত্মঘাতী গোলে ম্যাচ ১-১। এর দু'মিনিট পরেই পেনাল্টি আদায় করে বুমোস। গোল করতে ভুল করেননি দিমিত্রি। এদিকে, যুব লিগে রবিবার মহামেডানকে ১-০ গোলে হারিয়ে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে উঠে এল মোহনবাগান।

গর্বিত স্টিমাচ, ভুল স্বীকার গুরপ্রীতের

■ অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে গুরপ্রীত।

দোহা, ১৪ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে লড়াকু ফুটবল খেলেও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে নিজেদের ভুলের জন্যই গোল হজম করতে হয়েছে দলকে। ভারতের কোচ ইগর স্টিমাচ ফুটবলারদের পারফরম্যান্সে গর্বিত হলেও দু'টি গোল হজমের কারণে হতাশা গোপন করেননি। তবে সন্দেশ ঝিঙ্গান, সুনীল ছেত্রীদের লড়াইয়ের জন্য গর্ববোধও করছেন। গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সান্ধু স্বীকার করেছেন, তিনি প্রথম গোল বাঁচানোর ক্ষেত্রে আরও ভাল চেষ্টা করতে পারতেন। এই ম্যাচ থেকে শিক্ষা নেবেন তিনি। অধিনায়ক সুনীল অবশ্য অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ ভুলে সামনে তাকাচ্ছেন। তাঁর ফোকাস এখন উজবেকিস্তান ম্যাচে। বৃহস্পতিবার গ্রুপ 'বি'-তে পরের লড়াই স্টিমাচের দলের। এশিয়ান কাপের নক আউটে ওঠার ব্যাপারে এখনও আশাবাদী দল।

দাপুটে অস্ট্রেলীয়দের বিরুদ্ধে দলের লড়াই নিয়ে স্টিমাচ বলেছেন, ''আমি ছেলেদের জন্য গর্বিত। ওদের আমরা যে দায়িত্বই দিই না কেন, সৎ ও দায়বদ্ধ থেকে, পরিশ্রম করে সেটা পালন করে। ছেলেদের প্রশংসা না করে উপায় নেই।'' ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের পারফরম্যান্স নিয়ে হতাশ সুনীলদের ক্রোয়েশীয় কোচ। স্টিমাচের কথায়, ''দ্বিতীয়ার্ধটা আমরা ভাল খেলতে পারিনি। গোল দুটো হয়েছে আমাদের ভুলেই। অস্ট্রেলিয়ার ভাল খেলার সুফল নয়। দু'টি ক্ষেত্রেই রক্ষণের আরও তৎপর হওয়া উচিত ছিল।''

ম্যাচে আক্রমণের থেকে বেশি রক্ষণ সামলাতে ব্যস্ত থাকা সুনীল বলেছেন, ''এশিয়ার সেরা দলের বিরুদ্ধে খেলাটা সহজ নয়। আমরা অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের বিরুদ্ধে খেলে অভ্যস্ত নই। যদি তাদের বিরুদ্ধে আমরা মাঝেমধ্যে না খেলি, তাহলে কখনওই ভাল কিছুর প্রত্যাশা করতে পারব না।'' সুনীলের নজর এখন উজবেকিস্তান ম্যাচে। বললেন, ''উজবেকিস্তান কিন্তু অস্ট্রেলিয়া নয়। তবে ওরা ভাল দল। তাই এই ম্যাচেও বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।'' প্রথম গোলটির ক্ষেত্রে নিজের ভুল স্বীকার করে গুরপ্রীত বলেছেন, ''প্রথমার্ধের জন্য আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত। প্রথম গোলটির ক্ষেত্রে আমি আর একটু ভাল করতে পারতাম। কিন্তু এটা খেলা, তাই আমি শিক্ষা নেব।''

ডার্বির আগে স্বস্তির জয় ইস্টবেঙ্গলেরও

ইস্টবেঙ্গল ২ (হিজাজি, সিভেরিও)
শ্রীনিধি ডেকান ১ (উইলিয়াম)

প্রতিবেদন : হায়দরাবাদ ম্যাচের ভুল করেননি কার্লেস কুয়াদ্রাত। ইস্টবেঙ্গল কোচ রবিবার শ্রীনিধি ডেকান এফসি-র বিরুদ্ধে ছয় বিদেশিই নামিয়ে দিয়েছিলেন। তার ফলও হাতেনাতে পেয়েছেন। প্রথমার্ধেই আই লিগের দলটিকে কার্যত ম্যাচ থেকে ছিটকে দিয়ে জোড়া গোল তুলে নেয় মশালবাহিনী। দ্বিতীয়ার্ধে শ্রীনিধি পেনাল্টি থেকে এক গোল শোধ করলেও ২-১ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে ১৯ জানুয়ারি সুপার কাপ ডার্বির আগে আগে আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় থাকল ইস্টবেঙ্গল। তবে গোল খাওয়ার রোগ না সারায় রক্ষণ নিয়ে চিন্তায় থাকলেন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। লাল-হলুদের দুই গোলদাতা হিজাজি মাহের ও জেভিয়ার সিভেরিও। শ্রীনিধির গোলদাতা উইলিয়াম। গোল করে রক্ষণ সামলে ম্যাচের সেরা হিজাজি। টানা সাত ম্যাচে অপরাজিত লাল-হলুদ।

ক্লেটন সিলভা, সিভেরিও, নন্দকুমারদের আক্রমণাত্মক ফুটবলে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় শ্রীনিধি। ৭ মিনিটেই সহজ সুযোগ চলে আসে ইস্টবেঙ্গলের কাছে। পারদোর ডিফেন্স চেরা থ্রু শ্রীনিধি বক্সে ফাঁকায় পেয়ে যান সিভেরিও। কিন্তু সিভেরিও বল গোলে রাখতে পারেননি। আক্রমণ, প্রতিআক্রমণে খেলার মধ্যেই ১২ মিনিটে প্রথম গোল পেয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। দুরন্ত হেডে গোল করেন হিজাজি। বক্সের বাইরে থেকে ফ্রি-কিক পায় ইস্টবেঙ্গল। নিশু কুমারের ফ্রি-কিকে অনবদ্য হেডে কোনাকুনি বল রাখেন হিজাজি। শ্রীনিধি গোলকিপার একটু এগিয়ে থাকায় বলের নাগাল পাননি। বল জালে জড়িয়ে যায়।

১৮ মিনিটে আরও একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করে ইস্টবেঙ্গল। পারদো-নন্দর যুগলবন্দিতে ফাঁকায় বল পেয়েও বল বাইরে মারেন বোরহা হেরেরা। বল দখল নিয়ে ইস্টবেঙ্গলই ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে রাখে। ৩১ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ইস্টবেঙ্গল। সিভেরিওর বাঁ-পায়ের দূরপাল্লার ভলি শ্রীনিধির এক ফুটবলারের গায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করে গোলে ঢোকে। প্রথমার্ধে দাপুটে ফুটবল খেলে ২-০ এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় লাল-হলুদবাহিনী।

■ গোলের পর সিভেরিও

দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ইস্টবেঙ্গলের খেলায় সেই ঝাঁজ ছিল না। তবে গোলের ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল কলকাতা জায়ান্টরা। ক্লেটন, নন্দ, ক্রেসপোরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। শেষদিকে ক্রেসপোর শট পোস্টে লেগে ফেরে। দ্বিতীয়ার্ধে অতিরক্ষণাত্মক হয়ে একটি গোলও হজম করে ইস্টবেঙ্গল। সংযুক্ত সময়ে অজয় ছেত্রীর ভুলে একটি পেনাল্টি আদায় করে নেয় শ্রীনিধি। উইলিয়াম গোল করে ২-১ করেন। ম্যাচে শ্রীনিধির একটি গোল অফসাইডের কারণে বাতিলও হয়। এই স্কোরলাইনেই জয় ইস্টবেঙ্গলের।

ওপেন করতে মুখিয়ে স্মিথ

অ্যাডিলেড, ১৪ জানুয়ারি : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজে নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে স্টিভ স্মিথকে। ১৬ বছরের কেরিয়ারের এই প্রথমবার লাল বলের ক্রিকেটে ওপেন করবেন। এটা ভেবেই উত্তেজনায় ফুটছেন অস্ট্রেলীয় তারকা। ফক্স ক্রিকেটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্মিথ বলেন, ''প্যাড পরে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে ভাল লাগে না। কিন্তু যবে থেকে মার্নাস (লাবুশেন) টেস্টে তিন নম্বরে ব্যাট করা শুরু করেছে, আমার ক্রিজে যাওয়ার অপেক্ষা বেড়েছে। তাই যখন ওপেনিং নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, তখন মনে হল আমি নই কেন! এতে ক্যামেরন গ্রিনকে চার বা ছয়ে খেলানো যাবে। আমাদের টেস্ট দলের ব্যাটিং গভীরতাও বাড়বে।'' স্মিথ বলছেন, ''এর আগে টেস্টে ওপেন না করলেও, নতুন বল খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে।''

সাংবাদিক ক্রীড়া

■ **প্রতিবেদন :** কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল রবিবার। সাংবাদিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা ক্লাব তাঁবুতে দিনভর এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া, বিওএ-র সভাপতি স্বপন বন্দোপাধ্যায়, আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায় সহ অনেকেই।

কাইফের দাপটেও বাংলার কাঁটা নীতীশ

প্রতিবেদন : রঞ্জি ট্রফিতে বাংলাকে উদ্ধারের দায়িত্ব যেন একার কাঁধেই তুলে নিয়েছেন মহম্মদ কাইফ। কানপুরের গ্রিন পার্কে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্যাচে ব্যাটে-বলে দাপট দেখাচ্ছেন মহম্মদ শামির ভাই। ডান হাতি পেসার কাইফ প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে যখন বাংলার চাপ বাড়াচ্ছেন বিপক্ষের দুই ওপেনার সমর্থ সিং ও আরিয়ান জুয়েল, তখন লাল বল হাতে জ্বলে ওঠেন কাইফ। পরপর দুই ওপেনার-সহ চার নম্বরে নামা প্রিয়ম গর্গকেও প্যাভিলিয়নের রাস্তা দেখান বাংলার এই ডান হাতি ফাস্ট বোলার। করণ শর্মাকে আউট করেছেন অভিষেক ম্যাচে প্রথম ইনিংসে তিন উইকেট নেওয়া সুরজ জয়সওয়াল। তৃতীয় দিনের শেষে উত্তরপ্রদেশের দ্বিতীয় ইনিংসের স্কোর ৪ উইকেটে ১৭৮। প্রথম ইনিংসে বাংলার কাছে ১২৮ রানের লিড থাকায় আপাতত ৫০ রানে এগিয়ে তারা।

সোমবার ম্যাচের শেষ দিন বাংলার কাঁটা উত্তরপ্রদেশের অধিনায়ক নীতীশ রানা। কেকেআরের সহ-অধিনায়ক তিন নম্বরে নেমে কাইফ-সুরজদের আক্রমণ সামলে উত্তরপ্রদেশকে লড়াইয়ে রেখেছেন। দিনের শেষে নীতীশ ব্যাট করছেন ৪৭ রানে। তাঁর সঙ্গে আকাশ দীপ নাথ ব্যাট করছেন ব্যক্তিগত ১১ রানে। বাংলার হয়ে কাইফ নিয়েছেন ৩ উইকেট এবং সুরজের ঝুলিতে একটি। উত্তরপ্রদেশের লিড যাতে খুব বেশি না হয়, তারজন্য নীতীশকে দ্রুত ফেরাতে চাইবে বাংলা। প্রতিপক্ষ দলে ভুবনেশ্বর কুমারের মতো পেসার রয়েছেন। প্রথম ইনিংসে একাই নিয়েছেন ৮ উইকেট। তাই সোমবার প্রথম সেশনে দ্রুত বিপক্ষের বাকি ৬ উইকেট চাই মনোজদের।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আইপিএলে ভাল খেলে বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নিতে চাই : শিবম দুবে

মাঠে ময়দানে

15 January, 2024 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৫ জানুয়ারি ২০২৪
সোমবার

কেনের চোট

■ **হ্যামিল্টন :** ফের চোট পেলেন কেন উইলিয়ামসন। আইপিএলের আগে চিন্তা বাড়ল গুজরাট টাইটান্সের। রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে ব্যাটিং করার সময় উইলিয়ামসনের ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট লাগে। সেই সময় তিনি ২৭ রানে ব্যাট করছিলেন। ফিজিওর সাহায্যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়েন কিউয়ি অধিনায়ক। এরপর আর মাঠে ফিরতে পারেননি। উইলিয়ামসনের অনুপস্থিতিতে দলকে নেতৃত্ব দেন টিম সাউদি। এদিকে, পাকিস্তানকে ২১ রানে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৯৪ রান তুলেছিল কিউয়িরা। ৪১ বলে ৭৪ রান করেন ফিন অ্যালেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে বাবর আজম (৪৩ বলে ৬৬) ও ফকর জামানের (২৫ বলে ৫০) জোড়া হাফ সেঞ্চুরি সত্ত্বেও ১৯.৩ ওভারে ১৭৩ রানে অল আউট হয়ে যায় পাকিস্তান।

অবসরে মার্শ

■ **মেলবোর্ন :** জাতীয় দল থেকে অনেকদিন আগেই বাদ পড়েছিলেন। এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকেই অবসর নিলেন শন মার্শ। ৪০ বছর বয়সি বাঁ হাতি অস্ট্রেলীয় ব্যাটারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল ২০০৮ সালে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে শেষবার তিনি খেলেছেন ২০১৯ সালের জুনে। একদিনের বিশ্বকাপে ওভালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। দেশের হয়ে ৩৮টি টেস্ট ম্যাচ-সহ ৭৩টি একদিনের ম্যাচ এবং ১৫টি টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন শন। বিগ ব্যাশের ম্যাচে ৪৯ বলে অপরাজিত ৬৪ করে মেলবোর্ন স্টার্সের বিরুদ্ধে মেলবোর্ন রেনেগেটসকে ম্যাচ জেতানোর পরেই তিনি ক্রিকেট ব্যাট তুলে রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। শন অবসর নিলেও, ভাই মিচেল মার্শ অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্য। তাঁদের বাবা জিওফ মার্শ অস্ট্রেলিয়ার নামী ওপেনিং ব্যাটার ছিলেন।

সেট হারিয়েও মেজাজে যাত্রা শুরু জকোভিচের

মেলবোর্ন, ১৪ জানুয়ারি : টুর্নামেন্টের শীর্ষ বাছাই। নোভাক জকোভিচ রবিবার রড লেভার এরিনায় শুরুও করলেন রাজকীয় মেজাজে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে তিনি হারালেন কোয়ালিফায়ার ডিনো প্রিজমিককে। খেলার ফল ৬-২, ৬-৭, ৬-৩ ও ৬-৪। এতে একটা জিনিস পরিষ্কার, প্রিজমিক প্রথম সেটে পিছিয়ে পড়েও ১-১ করেছিলেন। কিন্তু এরপর আর জকোর সামনে দাঁড়াতে পারেননি।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এবার জকোভিচকেই ফেভারিট ধরা হচ্ছে। রাফায়েল নাদাল ব্রিসবেন ওপেনে নামলেও পায়ে টান ধরায় এখানে খেলতে পারছেন না। এদিন প্রথম সেটে প্রতিপক্ষ প্রিজমিককে কার্যত দাঁড়াতেই দেননি সার্বিয়ান তারকা। কিন্তু পরের সেট টাইব্রেকারে জিতে নেন প্রিজমিক। তবে এই জায়গায় নিজের জাত চিনিয়েছেন জকোভিচ। পরের দুই সেটে তিনি প্রিজমিককে আর দাঁড়াতে দেননি।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সাম্প্রতিক অতীতে না খেলেই ফিরতে হয়েছিল জকোকে। তিনি সেই বিতর্ক মনে রাখতে চান না। এদিন জকোভিচ জিতলেও টিনএজার প্রিজমিক কিন্তু জনতার মন জিতে নিয়েছেন। ২০০৫-এর অগাস্টে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ক্রোয়েশিয়ার এই খেলোয়াড়। তার কয়েক মাস আগে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নেমেছিলেন জকোভিচ। ১৮ বছরের প্রিজমিক

■ জয়ের হুঙ্কার জকোভিচের।

বিশ্বের ১৭৮ নম্বর প্লেয়ার। জকোভিচকে দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলতে হবে অস্ট্রেলিয়ার আলেক্সি পপেরিন বা মার্ক পলম্যানসের বিরুদ্ধে।

এদিকে, জকোভিচকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন চারবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন আন্দ্রে আগাসি। তিনি মজা করে বলেছেন, আমি যতগুলো গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছি, জকোভিচ তার থেকে বেশি অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছে। আগাসির কথায়, আমি যখন ভাবি লোকে এই খেলাটার জন্য কী এনেছে, তখন এটাই বুঝি যে প্রশ্নাতীতভাবে জকোভিচ টেনিসকে অনেক কিছু দিয়েছে। আমি নিশ্চিত, জকোই সর্বকালের সেরা। এদিন জকোভিচের ম্যাচে গ্যালারিতে ছিলেন আগাসি। খেলার পর জকোকে তাঁর দিকে হাত নাড়তে দেখা গিয়েছে।

মেসির টানেই মায়ামিতে : সুয়ারেজ

মায়ামি, ১৪ জানুয়ারি : দীর্ঘদিনের বন্ধু লিওনেল মেসির টানেই তিনি ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন। সাফ জানালেন লুইস সুয়ারেজ। নতুন মরশুমের প্রস্তুতি শুরু করেছে ইন্টার মায়ামি। প্রথম দিনের প্র্যাকটিসে উপস্থিত ছিলেন সুয়ারেজ। মার্কিন ক্লাবে মেসি ছাড়াও দুই প্রাক্তন সতীর্থ সের্জিও বুসকেটস ও জর্ডি আলবাকে পাচ্ছেন উরুগুয়ান তারকা।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুয়ারেজ বলেন, ''সত্যি কথা বলতে কী, মেসির কথাতেই আমি ইন্টার মায়ামিতে এসেছি। এই ক্লাব নিয়ে ও আমাকে অনেক ইতিবাচক কথা বলেছে। তাই চুক্তিপত্রে সই করতে দেরি করিনি।'' বার্সেলোনার জার্সিতে মেসির সঙ্গে জুটি বেঁধে অজস্র ট্রফি জিতেছেন। এবার ইন্টার মায়ামিতেও একইভাবে সফল হতে চান সুয়ারেজ। তিনি বলছেন, ''মেজর লিগ সকার, লিগস কাপ, কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ও ইউএস ওপেন কাপ। ইন্টার মায়ামিকে এই চারটে ট্রফিতেই চ্যাম্পিয়ন করতে চাই। বিশ্বাস করি, এই সাফল্য পাওয়া সম্ভব। তবে এরজন্য আমাদের মাঠে নেমে সেরা ফুটবল খেলতে হবে।''

ডি'ব্রুইনের দাপটে তিন পয়েন্ট সিটির

■ গোলের পর ডি'ব্রুইনের উচ্ছ্বাস।

লন্ডন, ১৪ জানুয়ারি : ম্যাচের ৬৯ মিনিটে তিনি যখন পরিবর্ত ফুটবলার হিসাবে মাঠে নামছেন, তখন দল ১-২ গোলে পিছিয়ে। তবে জাত চেনাতে মাত্র মিনিট পাঁচেক সময় নিলেন কেভিন ডি'ব্রুইন। নিজে গোল করে সমতা ফেরালেন। এরপর ইনজুরি টাইমে অস্কার ববকে দিয়ে আরও একটি গোল করালেন।

নিট ফল, নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ২০ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে অ্যাস্টন ভিলাকে (২০ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট) টপকে প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেন ডি'ব্রুইনরা। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের সামনে এখন শুধুই লিভারপুল (২০ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট)।

অথচ ম্যাচের শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছিল ম্যান সিটি। খেলার চার মিনিটে বল বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে সতীর্থ কাইল ওয়াকারের সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন গোলকিপার এডেরসন। তবে ২৭ মিনিটে বের্নার্দো সিলভার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ম্যান সিটি। কিন্তু বেশিক্ষণ লিড ধরে রাখতে পারেনি তারা। ৩৫ মিনিটে আলেকজান্ডার আইজ্যাকের গোলে ১-১ করে দেয় নিউক্যাসল। এর ঠিক দু'মিনিটের মধ্যেই অ্যান্থনি গর্ডনের গোলে ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ছিল ম্যান সিটি।

পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে দেখে ডি'ব্রুইনকে ৬৯ মিনিটে মাঠে নামান পেপ গুয়ার্দিওলা। ৭৪ মিনিটে রড্রির পাস থেকে বল পেয়ে গড়ানে শটে ১-১ করেন ডি'ব্রুইন। এরপর ৯১ মিনিটে ডি'ব্রুইনের ক্রস থেকে ম্যান সিটির জয়সূচক গোলটি করেন ৮২ মিনিটে পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নামা বব।

জকোর বার্তা প্রথমে ভুয়ো মনে হয়েছিল

বন্ধুত্ব নিয়ে বললেন বিরাট

ইন্দোর, ১৪ জানুয়ারি : সামনাসামনি দেখা, গল্প, আড্ডা---কোনও কিছুই কখনও হয়নি দু'জনের মধ্যে। শুধু একে অন্যের সাফল্যের প্রতি মুগ্ধতাই দু'জনের সম্পর্ককে বন্ধুত্বের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। তাঁরা হলেন নোভাক জকোভিচ ও বিরাট কোহলি। কখনও দেখা না হলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, মোবাইলে দু'জনের বার্তা বিনিময় হয় নিয়মিতই। বিরাটের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিয়ে জকোভিচ কথা বলার পরের দিনই সার্বিয়ান টেনিস তারকাকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক।

এক্স হ্যান্ডেলে বিসিসিআই-এর প্রকাশিত ভিডিওতে বিরাট শুনিয়েছেন জকোভিচের সঙ্গে তাঁর প্রথম যোগাযোগ তৈরির এক মজার গল্প। বিরাট বলেছেন, ''ইনস্টাগ্রামে নোভাকের প্রোফাইল দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল, মেসেজ বাটনে ক্লিক করি। মনে হয়েছিল, ওকে হ্যালো বলি। এরপর আমি নোভাকের মেসেজ আমার ডিএমে (প্রত্যক্ষ মেসেজ বক্স) দেখতে পাই। আমি কখনও নিজের মেসেজ বক্স দেখিনি। সেই প্রথমবার দেখি, সে আমাকে বার্তা পাঠিয়েছে। ভাবছিলাম পরীক্ষা করে দেখি, নকল আইডি কি না! পরীক্ষা করার পর দেখলাম, এটা আসল আইডি। এরপর থেকে আমরা কথা বলেছি, মাঝেমধ্যে বার্তা আদান-প্রদান করেছি। নোভাকের সব সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছি।''

বিশ্বকাপে শচীন তেন্ডুলকরের রেকর্ড ভেঙে ওয়ান ডে-তে পঞ্চাশতম সেঞ্চুরির পর বিরাটকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছিলেন জকোভিচ। তা নিয়ে বিরাট বলেছেন, ''আমি যখন ৫০তম ওয়ান ডে সেঞ্চুরি করি সেদিন নোভাক দারুণ একটা বার্তা পাঠিয়েছিল। আমাদের সম্পর্কটা পারস্পরিক মুগ্ধতার এবং সম্মানের। ওর ফিটনেস সচেতনতা আমি নিজে অনুসরণ করি। যদি নোভাক ভারতে আসে বা সে যেখানে খেলছে, আমি সেখানে যাই, অবশ্যই দেখা করব। আরাম করে একসঙ্গে কফি খাব।''

হার সাত্ত্বিক-চিরাগের

কুয়ালালামপুর, ১৪ জানুয়ারি : শেষরক্ষা হল না। মালয়েশিয়া ওপেন সুপার ১০০০ ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে হেরে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠিকে। রবিবার পুরুষদের ডাবলসের খেতাবি লড়াইয়ে সাত্ত্বিক ও চিরাগ কোর্টে নেমেছিলেন চিনা জুটি লিয়াং ওয়েই কেং ও ওয়াং চ্যাংয়ের বিরুদ্ধে। তিন গেমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ২১-৯, ১৮-২১, ১৭-২১ ফলে হেরে যান সাত্ত্বিকরা।

■ চ্যাম্পিয়ন চিনা জুটির সঙ্গে সাত্ত্বিক-চিরাগ।

অথচ ফাইনালের শুরুটা দুর্দান্ত করেছিলেন ভারতীয় জুটি। চিনা প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়ে মাত্র ১৩ মিনিটেই প্রথম গেম পকেটে পুরেছিলেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ। কিন্তু দ্বিতীয় গেমের শুরুতেই ৬-১১ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েন তাঁরা। একটা সময় ব্যবধান কমালেও, শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় গেম হাতছাড়া হয়। নির্ণায়ক তৃতীয় গেমে শুরুতেই ঝড় তুলে ৭-২ পয়েন্টে এগিয়ে গিয়েছিলেন ভারতীয় জুটি। তবে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ১২-১২ করে ফেলেন চিনা জুটি। এরপর ২১-১৭ পয়েন্টে গেম জিতে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন।

মাঠে ময়দানে
15 January, 2024 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাঁচ বছর পর ফের মেয়েদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ফেরাচ্ছে বিসিসিআই

যশস্বী-শিবমের ব্যাটে সিরিজ জয়

আফগানিস্তান ১৭২/১০ (২০ ওভার)
ভারত ১৭৩/৪ (২০ ওভার)

ইন্দোর, ১৪ জানুয়ারি : দেশের জার্সিতে দেড়শোতম ম্যাচে রোহিত শর্মা আউট হলেন শূন্য করে। দেড় বছর পর টিম ইন্ডিয়ার হয়ে টি-২০ ম্যাচ খেলতে নেমে বিরাট কোহলির অবদান ১৬ বলে ২৯।

তবুও আফগানিস্তানের দেওয়া ১৭৩ রান তাড়া করতে নেমে ২৬ বল বাকি থাকতেই ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিল ভারত। একই সঙ্গে এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজও।

সৌজন্যে যশস্বী জয়সওয়াল ও শিবম দুবে। প্রথমজন শুভমন গিলের জায়গায় সুযোগ পেয়েই ৩৪ বলে ৬৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দিলেন। দ্বিতীয়জনের ব্যাট থেকে এল ৩২ বলে বিধ্বংসী ৬৩ রানের অপরাজিত ইনিংস। এছাড়া বল হাতেও নিলেন এক উইকেট। প্রথম ম্যাচেও ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন। টি-২০ বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়ার দাবিটা আরও জোরালো হল শিবমের। তবে যশস্বী বা শিবম নন, এই ম্যাচের সেরা হলেন অক্ষর প্যাটেল। ৪ ওভারে মাত্র ১৭ রান দিয়ে ২ উইকেট নেওয়ার জন্য।

আফগান পেসার ফারুকির প্রথম বলেই রোহিত বোল্ড হওয়ার পর বিরাট যখন ক্রিজে এলেন, তখন গোটা স্টেডিয়ামে আগাম বিজয় উৎসব। শুরুটা দারুণ করেও বিরাট ফিরলেন ২৯ রান করে। ভারতের রান তখন ২ উইকেটে ৬২। ওই পরিস্থিতিতে ব্যাটে ঝড় তুললেন যশস্বী ও শিবম। দু'জনে মিলে মাত্র ৪২ বলে ৯২ রান যোগ করে দলের ভিত গড়ে দিলেন। যশস্বী আউট হওয়ার পর, রিঙ্কু সিংকে (অপরাজিত ৯) নিয়ে বাকি কাজটা সারলেন শিবম।

ম্যাচের পর দুই তরুণ তুর্কির প্রশংসা করলেন রোহিতও। ভারত অধিনায়ক বলেন, ''শিবম আর যশস্বী দুর্দান্ত ব্যাট করল। শিবম ঠান্ডা মাথায় স্পিনারদের খুন করতে পারে। এই সিরিজে ব্যাটে-বলে ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছে। আর যশস্বী তো গত এক বছর ধরেই অসাধারণ ফর্মে।''

এর আগে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে গুলবদিন নাইবের ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরির সৌজন্যে স্কোরবোর্ডে লড়ার মতো রান তুলেছিল আফগানিস্তান। দুই ওপেনার ইব্রাহিম জাদরান (৮) ও রহমানুতুল্লাহ গুরবাজ (১৪) দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছিলেন। রান পাননি আজমতুল্লাহ ওমরজাইও (২)। কিন্তু গুলবদিনের জন্য রান তোলার গতি খুব একটা কমেনি। মাত্র ২৮ বলে ব্যক্তিগত হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৩৫ বলে ৫৭ রান করে আউট হন গুলবদিন। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে ৩২ রানে ৩ উইকেট নেন অর্শদীপ সিং। দু'টি করে উইকেট পান অক্ষর ও রবি বিষ্ণোই।

হাফ সেঞ্চুরির পর যশস্বী। ছয় মারছেন শিবম। রবিবার ইন্দোরে।

টেস্ট ক্রিকেট বিপন্ন, উদ্বেগ চ্যাপেলেরও

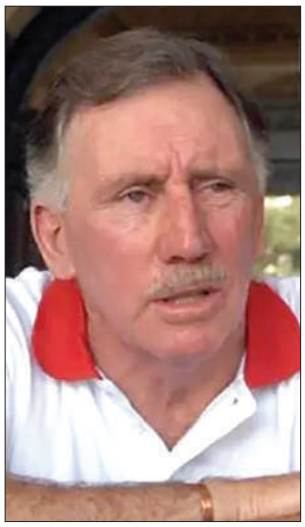

মেলবোর্ন, ১৪ জানুয়ারি : টি-২০ ক্রিকেটের দৌরাত্ম্যে টেস্ট ক্রিকেট বিপন্ন, এমনটাই মনে করছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল। টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি আকর্ষণ, আগ্রহ কমতে থাকায় প্রশাসকদের সমালোচনাও করেছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় একটি সংবাদপত্রে নিজের কলামে চ্যাপেল লিখেছেন, 'এটা নিয়ে কোনও গোপনীয়তা নেই যে, টেস্ট ক্রিকেট ক্রমশ বিপন্ন প্রজাতি হওয়ার পথে এগোচ্ছে। খেলাটি দেখভালের দায়িত্বে যারা সেই প্রশাসকরা টি-২০ ক্রিকেটের জনপ্রিয়তার পিছনে ছুটছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের বিশাল আর্থিক পুরস্কারের প্রতি তাদের যাবতীয় মুগ্ধতা। টি-২০ লিগের বিশ্বব্যাপী বিস্ফোরণ ঘটেছে। বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে দলগুলোর সঙ্গে মোটা অঙ্কের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করছে। দেশের হয়ে খেলাটা এখন গৌণ।' এখানেই শেষ নয়, কিংবদন্তি অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক আরও বলেছেন, ''টেস্ট ক্রিকেটের গতি এখন অস্বাভাবিক। অথচ, প্রশাসকরা উন্নতির কোনও চেষ্টাই করছে না। বেন স্টোকসরা চেষ্টা করছেন টেস্টে বিনোদন ফেরাতে, কিন্তু নীতি নির্ধারকদের কোনও উদ্যোগ না থাকায় সেই প্রচেষ্টা ধাক্কা খাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে, দ্বিপাক্ষিক সিরিজে টি-২০ ম্যাচ বাড়াতে গিয়ে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমার প্রশ্ন, শেষ কবে টেস্ট ম্যাচে দিনের খেলা নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়েছে? সারাদিনে ছ'ঘণ্টা যথেষ্ট সময়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে খেলার গতি বজায় রাখার কোনও চেষ্টা নেই।''

ইংল্যান্ড সিরিজে রাহুল কিপার নয়, শুধু ব্যাটার

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুই টেস্টের দলে দু'জন উইকেটকিপার। যার অর্থ, কে এল রাহুলকে কোনওভাবেই উইকেটের পিছনে দেখা যাবে না।

নির্বাচকরা কে এস ভরত ও ধ্রুব জুরেলকে পনেরোজনের দলে রেখেছেন। ভরতই হায়দারাবাদে উইকেটের পিছনে দাঁড়াবেন। জুরেলকে ব্যাক আপ হিসাবে রাখা হয়েছে। রাহুল দলে থাকবেন স্পেশালিস্ট ব্যাটার হিসাবে। রাহুল দক্ষিণ আফ্রিকায় দুটি টেস্টেই কিপিং করেছেন। কিন্তু বেন স্টোকসদের বিরুদ্ধে স্পেশালিস্ট কিপারই নিতে চেয়েছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। কারণ, ঘরের মাঠে বোর্ড ঘূর্ণি উইকেট বানাবে। সেখানে রাহুলের মতো মেকশিফট কিপার দিয়ে হবে না। তাই অজিত আগারকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি পূর্ণ সময়ের উইকেটকিপার রাখতে চেয়েছেন রোহিতের দলে।

জানা গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট রাহুলকে দিয়ে কিপিং করিয়েছে এই জন্য যে, সেখানে উইকেটে বাউন্স ছিল। ফাস্ট বোলাররা যে বল করেছেন, সেটা কোমর উচ্চতায় এসেছিল রাহুলের কাছে। ব্যাপারটা তাঁর জন্য সহজ ছিল। কিন্তু টার্নার ট্র্যাকে দল চায় স্পেশালিস্ট কিপার। যা দল নির্বাচনের সময় জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঘরের মাঠে অশ্বিন, জাদেজা, অক্ষর ও কুলদীপের উপর আক্রমণ শানানোর দায়িত্ব থাকছে। ঘূর্ণি উইকেটে এঁদের সামলানো সহজ হবে না কিপার রাহুলের। তাই আগেভাগে স্পেশালিস্ট কিপারের কথা বলে দিয়েছিল দল।

সাদা বলের ক্রিকেটে অশ্বিনের জায়গা নেই

বিস্ফোরক যুবরাজ

প্রতিবেদন : রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে ভারতের ওয়ান ডে এবং টি-২০ দলে দেখতে চান না যুবরাজ সিং। দীর্ঘদিন দু'জনে একসঙ্গে জাতীয় দলে খেলেছেন। ২০১১ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন যুবি এবং অশ্বিন।

যুবরাজ অনেক আগেই অবসর নিলেও অশ্বিন এখনও খেলছেন। যদিও যুবরাজ মনে করেন, সাদা বলের ফরম্যাটে শুধু ভাল বোলিং করলেই চলবে না, ব্যাটিং এবং ফিল্ডিংয়েও দলকে সাহায্য করতে হবে।

এক সাক্ষাৎকারে এই প্রসঙ্গে যুবরাজের বক্তব্য, ''এতে কোনও সন্দেহ নেই যে অশ্বিন দুর্দান্ত বোলার। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি, ভারতের একদিনের দল বা টি-২০ দলে ওর জায়গা নেই। ও হয়তো ভাল বল করবে। কিন্তু ব্যাট হাতে কী করবে? ফিল্ডিং করেই বা কত রান বাঁচাতে পারবে? সাদা বলের ক্রিকেটে এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।''

এদিকে, সাদা বলের ফরম্যাটে টিম ইন্ডিয়ার পরবর্তী অধিনায়ক হিসাবে হার্দিক পান্ডিয়াকে ধরা হচ্ছে। যুবরাজ বলছেন, ''হার্দিক দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। বিশ্বকাপ জেতার জন্য ওকে ভারতের দরকার। কিন্তু চোটের জন্য ওকে বারবার ছিটকে যেতে হচ্ছে। তাই অধিনায়ক হিসাবে আমাদের হাতে বিকল্প থাকাটা জরুরি। আমার মনে হয়, সূর্যকুমার যাদব, শুভমন গিলদের সাদা বলের ফরম্যাটে অধিনায়ক হিসাবে তৈরি রাখা উচিত। এতে হার্দিক চোট পেলেও কোনও সমস্যা হবে না।'' যুবরাজ আরও বলেন, ''আইপিএলে কোচিং করার ইচ্ছে আছে। দেখা যাক কী হয়। এর আগে আশিস নেহরার কাছে গুজরাট টাইটান্সে কাজ চেয়েছিলাম। কিন্তু পাইনি।''